বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

পদের নাম		কর্মকর্তার নাম
১।	চেয়ারম্যান	কমডোর এম মোজাম্মেল হক (জি), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি,বিএন
২।	সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন) (সরকারের অতিরিক্ত সচিব)	জনাব ভোলা নাথ দে
৩।	সদস্য (অর্থ) সরকারের অতিরিক্ত সচিব)	জনাব মনিরুজ্জামান
৪।	সদস্য (প্রকৌশল) সরকারের অতিরিক্ত সচিব)	জনাব মোহাম্মদ মফিজুল হক

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং এর দায়িত্বাবলী

অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ কাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের জারীকৃত একটি অধ্যাদেশ অনুসারে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৮ সনের ১৮ নভেম্বর বিআইডব্লিউটিএ'র কাজ শুরু হয়। অধ্যাদেশে বর্ণিত বিআইডব্লিউটিএ -এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) নৌ-পরিবহনের নাব্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নৌ-সংরক্ষণ ও নদী শাসন এবং নৌ-পরিচালনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নদী পথে মার্কা, বয়াবাতি, বিকন বাতিসহ নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন।
(খ) হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং নৌ-পথের চার্ট প্রকাশনা।
(গ) পাইলটেজ সুবিধা প্রদান।
(ঘ) নৌ-পথ ও আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন।
(ঙ) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য ড্রেজিং কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। নতুন নৌ-পথ চালু করার উদ্দেশ্যে মৃত-মৃতপ্রায় নদী, খড়ি ও খাল খনন।
(চ) অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর ও লঞ্চ ঘাট উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন। নদী-বন্দর ও ঘাট সমূহে টার্মিনাল সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
(ছ) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন অপসারণ ও নিমজ্জিত নৌ-যান উদ্ধার।
(জ) নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে জরিপ। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের যাত্রী ও মালামালের ভাড়া নির্ধারণ, যাত্রীবাহী নৌ-যানের সময়সূচী অনুমোদন।
(ঞ) গ্রামীণ নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে দেশীয় নৌকার মান উন্নয়ন, যান্ত্রিকীকরণ।
(ট) অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম ও সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা।
(ঠ) নৌ-কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য (অর্থ) এবং একজন সদস্য (প্রকৌশল) নিয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত। চেয়ারম্যান সংস্থার নির্বাহী প্রধান। নীতি নির্ধারণ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা তার দায়িত্ব। সচিবালয়, বন্দর ও পরিবহন, নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন, নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা বিভাগ বর্তমানে সরাসরি চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। হিসাব, অর্থ, নিরীক্ষা, ক্রয় ও সংরক্ষণ, ডেক কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সদস্য (অর্থ) মহেপদয়ের এবং প্রকৌশল, যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকশৌল, ড্রেজিং বিভাগ, হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ সদস্য (প্রকৌশল) মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন।

সচিবালয় বিভাগ

সচিবালয় বিভাগ বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক বিভাগ। কর্তৃপক্ষের নানাবিধ নীতি নির্ধারণমূলক কার্যাবলী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় সাধনপূর্বক কর্তৃপক্ষকে সার্বক্ষনিক সহায়তা প্রদান করার দায়িত্ব সচিবালয়ের উপর ন্যস্ত। এ বিভাগ কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এবং সরকার ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। কর্তৃপক্ষের অন্যান্য বিভাগসমূহ যাতে সাবলীলভাবে এবং দক্ষতার সাথে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে সচিবালয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। সচিবালয়ে মূলকার্যাবলী হচ্ছে-কর্মী ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক, সাধারন, সেবা, জনসংযোগ, আইন, ভূমি, সমন্বয় কর্তৃপক্ষীয় বিষয়াদি। ১ জন সচিব, ১ জন অতিরিক্ত পরিচালক, ১ জন যুগ্ম পরিচালক, এবং ৫ জন উপ-পরিচালক/সম পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি শাখা মাধ্যমে সচিবালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে।

সংস্থাপন শাখা ঃ-

কর্তৃপক্ষের সচিবালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে সংস্থাপন শাখা। এ শাখায় ১ জন অতিরিক্ত পরিচালক, ১ জন যুগ্ম পরিচালক, ১ উপ পরিচলক, ২ জন সহকারী পরিচালক, ২ জন সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা, ১ জন এ্যাসাইনমেন্ট অফিসার, ৪ জন সহকারী, ১ জন ষাঁট-মুদ্রাক্ষরিক, ৭ জন টাইপিষ্ট/কম্পিউটার অপারেটর, ১ জন রেকর্ড কিপার, ১ জন দপ্তরী ও ৪ জন এমএলএসএসসহ মোট ২৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। সংস্থাপন শাখা হতেই কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন ভাতা নির্ধারন, বেতন বৈষম্য দূরীকরন, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, অবসর, গ্র্যাচুইটি, বিভিন্ন অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ড়, কর্মকর্তাদের সার্ভিস বুক সংরক্ষন, সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথি ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষন, পুলিশী তদন্ত সম্পাদন, চাকুরী নিয়মিত করন, বৈদেশিক ভ্রমন সংক্রান্ত কাজ, সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব সংগ্রহ ও সংরক্ষনসহ সংস্থাপনিক যাবতীয় কার্যাদি কয়েকটি শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সংস্থাপন শাখার অধীন তিনটি অনু শাখা হলো (ক) সাধারন শাখা (খ) সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (গ) বিভাগীয় মামলা সেল।

(ক) সাধারন শাখার মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন ভাতা নির্ধারন, বেতন বৈষম্য দূরীকরন, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, অবসর, গ্র্যাচুইটি, কর্মকর্তাদের সার্ভিস বুক সংরক্ষন, সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথি ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষন, পুলিশী তদন্ত সম্পাদন, চাকুরী নিয়মিত করন, বৈদেশিক ভ্রমন সংক্রান্ত কাজ, সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব সংগ্রহ ও সংরক্ষনসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(খ) সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুশাখার মাধ্যমে নিয়োগ, বদলী, পদায়ন, পদোন্নতি, সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যাস, কর্মকর্তা কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারন, সংস্থাপনিক বিধি বিধান প্রনয়ন, কর্মকর্তা কর্মচারীর চাকুরী বিত্তান্ত তথা ডাটা বেজ প্রনয়ন এবং সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(গ) বিভাগীয় মামলা সেলের মাধ্যমে বিভিন্ন অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ত, বিভাগীয় মামলা, শৃঙ্খলা ও আপীল সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে।

১. প্রশাসন শাখা ঃ

প্রশাসন শাখা প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই শাখা প্রশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি সাধরণ সেবা প্রদানের দায়িত্বও পালন করে। সংক্ষেপে প্রশাসন শাখার দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ
(ক) প্রশাসনিক কার্যক্রম।
(খ) সাধারণ সেবামূলক কার্যক্রম। যেমন: যানবাহন সরবরাহ, দপ্তরের স্থান বরাদ্দ, ভবনের পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা, টেলিফোনিক সুবিধাদি প্রদান ইত্যাদি।
(গ) আইন/বিধির খসড়া ও প্রণয়ন ও আইন/বিধি সংশোধন করা।
(ঘ) অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা সহ অন্যান্য কাজ।

২. সমন্বয় শাখা ঃ

কর্তৃপক্ষের সচিবালয় বিভাগের সমন্বয় শাখা মন্ত্রণালয় এবং অত্র সয়স্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের সম্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। অত্র শাখা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুসরণ কল্পে কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন পূর্বক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

১) কর্তৃপক্ষের বিভাগীয় প্রধানদের মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন/ অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে সংগ্রহ পূর্বক পবর্তী সভায় উপস্থাপন করা।
২) কর্তৃপক্ষ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন/অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ পূর্বক কর্তৃপক্ষ বরাবরে উপস্থাপন করা।
৩) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন/অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ পরবর্তী মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৪) কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড, জনবল, বিভাগীয় মামলা, নিরীক্ষা আপত্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৫) প্রতিমাসে কর্তৃপক্ষের অনিস্পন্ন বিষয়গুলোর তালিকা ও তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।
৬) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত অনিস্পন্ন বিষয় সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয়গুলো বাস্ড়বায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে নিস্পত্তির জন্য অনুরোধ করা।
৭) কর্তৃপক্ষের নিকট মন্ত্রণালয়ের কোন বিষয় অনিস্পন্ন থাকলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের যোগাযোগ করে নিস্পত্তির জন্য অনুরোধ করা।
৮) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগনকে সমন্বয় সভা করার জন্য উদ্ধুদ্ধ করা এবং উক্ত সভার কার্যবিবরণী কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা।
৯) এছাড়া, এ শাখা হতে প্রতিবছর কর্তৃপক্ষের কর্মপরিকল্পনার পুস্তিকা প্রকাশ করা।
১০) কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বছরের শুরুতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা ।

৩. <u>জনসংযোগ শাখা</u> ঃ

জনসংযোগ শাখা জনসংযোগ সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন করে। এই শাখা জনসংযোগের পাশাপাশি শ্রম ও কল্যাণ শাখার কার্যাদিও পরিচালনা করে। জনসংযোগ শাখার দায়িত্বাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

(ক) কর্তৃপক্ষের পক্ষে জনসংযোগ করা যেমনঃ- সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, বিভিন্ন প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেল এবং জনগনের নিকট কর্তৃপক্ষ সম্পর্কীয় তথ্য সরবরাহ করা। কর্তৃপক্ষের অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করা ইত্যাদি।
(খ) জাতীয় সংসদের বিআইডব্লিউটিএ সম্পর্কিত সকল কার্যাদি সম্পাদন করা ।
(গ) জাতীয় সংসদের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বিআইডব্লিউটিএ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা।
(ঘ) জাতীয় সংসদের অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বিআইডব্লিউটিএ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা।
(ঙ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা।
(চ) কর্মচারীদের ইউনিয়ন এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের বিভিন্ন কল্যাণ বিষয়ক কার্যাদি সম্পাদন করা ।
(ছ) কর্তৃপক্ষের গ্রন্থগার সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা।
(জ) কর্তৃপক্ষের প্রকাশনা এবং দ্বি-মাসিক মুখপত্র নৌ-পথ বার্তা নিয়মিত প্রকাশ করা।

৪। <u>নৌ-দুর্যোগ তহবিল ট্রাস্টঃ</u>

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ চলাচলকারী দূর্ঘটনা কবলিত যাত্রীবাহী লঞ্চের মৃত/ক্ষতিগ্রস্থ সাধারণ যাত্রী, ক্রু, কর্মচারী ও নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও দূর্ঘটনায় বিপর্যস্থ অসচ্ছল মালিককে এ তহবিল থেকে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষে নৌ- দুর্যোগ তহবিল গঠন করা হয়েছে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল(যাত্রী পরিবহন) সংস্থা, লঞ্চ মালিক সমিতি(বাংলাদেশ) এবং নৌ-যান শ্রমিক ফেডারেশনের সমন্বয়ে নৌ-দুর্যোগ ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রথম দিকে তহবিলের সংকটের কারণে একক মৃত যাত্রীদের পরিবারকে ১৫,০০০/- এবং একই পরিবারভূক্ত একাধিক মৃত যাত্রীদের পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা আর্তিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় যা বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২০,০০০/- এবং ৩০,০০০/- টাকা ও তৃত্বীয় দফায় যা বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৩০,০০০/- এবং ৪৫,০০০/- টাকা করা হয়েছে। বর্তমানে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

৫. আইন শাখা

আইন শাখা সচিবালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন শাখা। একজন উপ-পরিচালকসহ ৬ জন জনবল ও একজন আইন উপদেষ্টা নিয়ে আইনশাখা গঠিত। এছাড়া দেশের বিভিন্ন আদালতের মামলা পরিচালনার জন্য ১১(এগার) জন প্যানেল আইনজীবী নিয়োজিত রয়েছেন। এই শাখার মাধ্যমে নিম্নবর্নিত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে ঃ-

ক) কর্তৃপক্ষের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা করার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করা।

খ) কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগের নথি-পত্রে আইনগত পরামর্শ প্রদান করা।

গ) আইন উপদেষ্টা ও প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ এবং নিয়োগের মেয়াদকাল বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঘ) আইনজীবীগন কর্তৃক পেশকৃত মামলা পরিচালনার বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক পরিশোধের লক্ষ্যে উপস্থাপন করা।

ঙ) মামলার তালিকা কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা ও মামলা পরিচালনার অগ্রগতির তথ্য রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা।

চ) মামলা মনিটরিং কমিটির সভা আয়োজন করা।

ছ) কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগন এবং আইন উপদেষ্টা ও প্যানেল আইনজীবীগণের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা ; মন্ত্রণালয়ে মামলার প্রতিবেদন প্রেরণসহ আইন শাখা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন।

জ) কর্তৃপক্ষে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিযোগ তদন্ড় ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করা।

ঝ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা।

ল্যান্ড এন্ড এস্টে বিভাগ

বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ভূমি ব্যবস্থাপনা বিভাগটি সরাসরি বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের সচিবের নিয়ন্ত্রণে এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা বিভাগটি একজন উপ-পরিচালক (ভূমি) পরিচালনা করেন। সকল জায়গাজমি সংক্রান্ত সম্পত্তি সু-ব্যবস্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার নিমিত্তে দপ্তরাদেশ নং-১১৬৩/২০০১ তারিখ ০১/১২/২০০১ ইং এর মাধ্যমে ১০ (দশ) জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা সেল গঠিত হয়। উক্ত সেলে অনুমোদিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বর্ণনা নিম্নরূপঃ

১। উপ-পরিচালক (ভূমি)	= ১ জন।
২। সহকারী প্রকৌশলী	= ১ জন।
৩। উপ-সহকারী প্রকৌশলী	= ১ জন।
৪। কারিগরী সহকারী	= ২ জন।
৫। কম্পিউটার অপারেটর	= ১ জন।
৬। নিম্নমান সহকারী	= ১ জন।
৭। ট্রেসার	=২ জন।
৮। এম, এল, এস, এস	= ১ জন।
	মোট = ১০ (দশ) জন

বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ভূ-সম্পত্তিঃ

বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের অধীনে ৪ (চার) শ্রেনীর ভূ-সম্পত্তি রয়েছে,

ক) ক্রয়কৃত ।
খ) অধিগ্রহণকৃত ।
গ) অন্যান্য সংস্থা হতে প্রাপ্ত।
ঘ) অন্যান্য সংস্থ হতে লাইসেন্স গ্রহণকৃত।

ব্যবহারের ভিত্তিতে ভূমির শ্রেনী বিন্যাসঃ

ক) বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহৃত ভূমি।
খ) বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যতে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ভূমি।
গ) বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কোন সরকারী/বেসরকারী খাতে নৌ-সহায়ক সুবিধাদি নির্মাণ বা বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের কর্ম কান্ডের সহায়ক সার্ভিসেস এর জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি।

ভূমি রক্ষণা-বেক্ষণঃ

বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের অধীণে বিভিন্ন জেলায় ৯ (নয়) টি ডিভিশন অফিস বিদ্যমান। সংশ্লিষ্ট ডিভিশন অফিস গুলোর অধীনে যেই সমস্ত জায়গা-জমি রয়েছে সেইগুলো নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর হতে বক্ষণা-বেক্ষণ হয়ে থাকে। সর্বপরি ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় কার্যবলী ভূমি ব্যবস্থাপনা সেল হতে মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

দাপ্তরিক যোগাযোগঃ

বিভিন্ন জেলা প্রশাসন /অন্যান্য দপ্তরের সাথে জমি-জমা বিষয়াদির পত্রালাপসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজই ভূমিসেল হতে হয়ে থাকে।

কর্তৃপক্ষের ভূ-সম্পত্তির দলিলাদি সংরক্ষণঃ

ক) যে সমস্ত ভূমির মালিকানা, রেকর্ড সংক্রান্ত বিষয়ে মামলা/মোকাদ্দমা/অবৈধ দখলে আছে, উহার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডিভিশন কর্তৃক ভূমি ব্যবস্থাপনা সেলকে অবহিত করবে এবং ভূমি সেল কর্তৃক উক্ত বিষয়ে মনিটরিং ও সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ পেশ করে থাকে।

খ) জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক জরিপ কাজ পরিচালনাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল বিভাগ সকল জমির মালিকানা/ডকুমেন্ট পত্র সংগ্রহ করে ভূমি ব্যবস্থাপনা সেলে প্রেরণ করবে, সে মোতাবেক মূল দলিল ও কাগজ-পত্র ভূমি ব্যবস্থাপনা সেল সংরক্ষণ করে থাকে।

ফোরশোর জরিপঃ

বিভিন্ন নদীর ফোরশোর জরিপ কাজ কারিগরী জনবল দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে গাবখান-ভারানী খাল তালতলা-গৌরগঞ্জ খাল এবং কর্ণপাড়া-কোন্ডা খালের যৌথ জরিপ কাজ সম্পাদন করে সীমানা পিলার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

লাইসেন্স/ভাড়া প্রদান পদ্ধতিঃ

জমির দখলিস্বত্ত্ব বজায় রাখা ও কর্তৃপক্ষের রাজস্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু কিছু জমি বাৎসরিক নবায়ন ভিত্তিতে লাইসেন্স প্রদানের কাজ করা হয়ে থাকে।

লাইসেন্স/ভাড়া বাতিল পদ্ধতিঃ

কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স গ্রহীতাকে শর্তসাপেক্ষে লাইসেন্স/ভাড়া প্রদান করে থাকে, লাইসেন্স/ভাড়া গ্রহীতা উক্ত শর্তের ব্যতিক্রম ঘটালে লাইসেন্স/ভাড়া বাতিল বলে গন্য হবে।

অবমুক্তিঃ

যে সমস্ত ভূমি কর্তৃপক্ষের কোন প্রয়োজনে আসবেনা, উক্ত ভূমি অবমুক্তির জন্য প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট ডিভিশন অফিস হতে ভূমিসেলে প্রেরণ করবে। ভূমি ব্যবস্থাপনা সেল অবমুক্তির জন্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমি ব্যবস্থাপনা সেল অবমুক্তির ব্যাপারে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদঃ

কর্তৃপক্ষের ভূমি যারা অবৈধ ভাবে দখল করে আছে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডিভিশন ভূমি ব্যবস্থাপনা সেলকে অবহিত করবে। ভূমি ব্যবস্থাপনা সেল অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ পেশ করবে।

পরিকল্পনা বিভাগ

অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন (আইডব্লিউটি) উপ-খাতের উন্নয়নকল্পে গৃহীত ও গৃহীতব্য যাবতীয় কর্মকান্ডের সাথে পরিকল্পনা বিভাগ নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প দলিল প্রণয়ন, বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ, স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে যথাক্রমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং পঞ্চবার্ষিক ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন, মনিটরিং, মূল্যায়ন প্রভৃতি কার্যাদি পরিকল্পনা বিভাগ সম্পন্ন করে থাকে।

২। **পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ**

কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত প্রধান প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল ঃ

(ক) উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থাৎ, দীর্ঘমেয়াদী (প্রেক্ষিত), মধ্যমেয়াদী (পঞ্চবার্ষিকী) ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন;

(খ) উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প ছক/ প্রস্তাব (ডিপিপি), কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ছক/প্রস্তাব (টিপিপি), জরিপ/ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প ছক/ প্রস্ড়াব, বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প ছক/প্রস্তাব (পিডিপিপি) ইত্যাদি প্রণয়ন;

(গ) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক এবং বার্ষিক অগ্রগতি /মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরীকরণ;

(ঘ) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ এবং মন্ত্রণালয়/উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার সাথে সমন্বয় রক্ষা করা; ইত্যাদি।

হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ

ভূমিকা ঃ

অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ণ এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন খাতের উন্নয়ণমুলক প্রকল্প পরিকল্পণার জন্য হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও সম্মিলিত উপাত্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন। হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা/সংরক্ষন (Maintenance) এবং নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রকাশ করা কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত অন্যতম দায়িত্ব। নৌ-পথের নৌ-সংরক্ষন তথা খনন (Dredging), ব্যান্ডিলিং (Bandalling) এবং নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি যথা বয়া, বিকন এর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ পূর্বাবশ্যক (Pre-requisite)। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত নদী হতে কি পরিমান পানি প্রবাহিত হচ্ছে সে বিষয়ে জনার জন্য হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ উপত্তের (Data) প্রয়োজন। নদীর সর্বশেষ গতিপথ ও তলদেশের অবস্থা হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়, যা নির্বিঘ্নে নৌ-চলাচলে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

বিভাগীয় কার্যাবলী ঃ

১৯৫৮ সালে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠান পর নৌ-সংরক্ষন অধ্যাদেশ অনুসারে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং নৌ-পথের চার্ট প্রকাশের দায়িত্ব সম্পাদন করতে হাইড্রোগ্রাফি বিভাগকে যে সব কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয় সেগুলো সংক্ষেপে নীচে উল্লেখ করা হল ঃ

১. নৌ-পথে নিরাপদে চলাচলের স্বার্থে বয়া, বাতি ও বিকন স্থাপনের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং চার্ট প্রণয়ন।
২. প্রয়োজনীয় নাব্যতা সংরক্ষনের জন্য ব্যান্ডেলিং, পূর্ব জরিপ, খনন পূর্ব ও খননোত্তর জরিপ।
৩. অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ ও উপকূলীয় এলাকায় ৫৪ টি গেজ স্টেশন হতে গেজ উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষন।
৪. গেজ উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে বাৎসরিক জোয়ার-ভাটা পঞ্জিকা (Annual Tide Table) প্রকাশ।
৫. পরিচ্ছন্ন চার্ট প্রণয়ন, প্রকাশ ও যথাযথ সংরক্ষন এবং চাহিদামাফিক ব্যবহারকারীদের সরবরাহ করা।
৬. ৩টি রেফারেন্স বিকন স্টেশন এর মাধ্যমে ভূ-উপগ্রহ হতে বিশ্বব্যাপী অবস্থান নির্ণয়ক সংকেত (Global Positioning Signal) সম্প্রচারের শুদ্ধতা নিয়ন্ত্রন (Monitoring) করে Differential Global Positioning System বা সংক্ষেপে DGPS এর পুনঃ সম্প্রচার।
৭. নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি মেরামত, সংরক্ষণ, সংগ্রহ এবং স্থাপনে কারিগরী সহায়তা প্রদান ঃ
   - ডিজিপিএস স্টেশনে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি, যথা ঃ Transmitter, Receiver, Diesel Generator ইত্যাদি
   - হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি যথা ঃ Echo-Sounder, Water Level Recorder, Total Station, Leveling Instrument ইত্যাদি।
   - কর্তৃপক্ষে ব্যবহৃত সকল বেতার যোগাযোগ যন্ত্রপাতি যথা ঃ HF, SSB, VHF ইত্যাদি এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাদি ও রেফ্রিজারেটর।
৮. আর্ন্তজাতিক সমুদ্র আইন, সমুদ্রসীমা চিহ্নিতকরণ, গভীর সমুদ্রে নৌ-বন্দর স্থাপন, আন্তর্জাতিক নদীর সীমানা নির্ধারন ইত্যাদি বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়-কে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান।
৯. আন্তর্জাতিক সহযোগীতার আওতায় Mean Sea Level পর্যবেক্ষনের লক্ষ্যে Permanent Services for Mean Sea Level (PSMSL) Bidston Laboratory. UK and TOFA Sea Level Centre, UH. USA এর সঙ্গে Water Level Data বিনিময় এবং আঞ্চলিক সহযোগীতার আওতায় ভারত মহাসাগর ও সংলগ্ন দেশসমূহের পক্ষে Cell for Monitoring and Analysis of Sea Level (CMAS) হিসাবে কাজ করা।

হাইড্রোগ্রাফি বিভাগের শাখাসমূহ ঃ

বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য কাঠামোগতভাবে ৫টি কারিগরী শাখাসহ ৭টি শাখা নিয়ে হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ গঠিত এবং এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পথ সংক্রান্ত কাজে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত এবং অধিকতর যোগ্য।

এ বিভাগের শাখাগুলো হলো ঃ

(১) জরিপ শাখা
(২) জোয়ার-ভাটা ও গবেষণা শাখা
(৩) যন্ত্রায়ণ শাখা
(৪) ডিজিপিএস শাখা
(৫) কার্টোগ্রাফি শাখা
(৬) পরিকল্পনা ও সমন্বয় শাখা
(৭) প্রশাসন শাখা

(ক) জরিপ শাখা ঃ

নদী-মাতৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পথসমূহ সচল রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপসহ কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগ এর চাহিদা অনুযায়ী হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং প্রি পোষ্ট ড্রেজিং জরিপ কাজ সম্পাদন করে থাকে। এ শাখা পৃথিবীর যে কোন উন্নত দেশের মত IHO Standard চার্ট তৈরী করে। ব্যান্ডিলিং জরিপসহ নৌ-পথে নির্বিঘ্নে নৌ-চলাচল অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পাদন করে থাকে এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ট্রানজিট রুট চালু রাখার লক্ষ্যে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপও এ শাখা কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রধান প্রধান নদী বন্দরের সীমানা চিহ্নিতকরণ ও তীরভূমির সীমানা নির্ধারন কাজেও এ শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়াও ২টি সমুদ্র বন্দরসহ সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/এজেন্সীর চাহিদা মোতাবেক চুক্তিভিত্তিক হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ সম্পাদন করে থাকে। বর্তমানে এ শাখা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের UNCLOS-82 শাখাকে সমুদ্র সীমা চিহ্নিতকরণ কারিগরী সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। UNCLOS-82 প্রকল্পের অধীনে উপকূলীয় এলাকায় স্থাপিত ৯টি গেজসহ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত মোট ৫৪টি গেজ স্টেশন হতে গেজ উপাত্ত সংগ্রহ সহ উহা পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করে থাকে।

(খ) জোয়ার-ভাটা শাখা ঃ

অত্র শাখা বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ৪৫টি এবং মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ২টি গেজ স্টেশনসহ মোট ৪৭ টি গেজ স্টেশন থেকে সংগৃহীত গেজ উপাত্তসমূহ কম্পিউটারে সংরক্ষন করতঃ বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে Harmonic Analysis পদ্ধতিতে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করে জোয়ার-ভাটার বাৎসরিক অগ্রীম পূর্বাভাস সম্বলিত বাংলাদেশ টাইড টেবিল বই প্রকাশ করে থাকে। এ শাখা ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ গেজ স্টেশনের উপাত্ত সম্বলিত বাৎসরিক টাইড টেবিল প্রকাশ করে যা একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় নৌ-সহায়ক বই হিসাবে বিবেচিত। টাইড টেবিল ব্যবহার করে নাবিকেরা জাহাজ চলাচলের গ্রহনযোগ্য ড্রাফটের পূর্বাভাস পেয়ে থাকেন এবং জোয়ার-ভাটার সুযোগ নিয়ে বন্দরে প্রবেশ ও ত্যাগের সময় নির্ধারন করেন। টাইড টেবিলে দৈনিক High water এবং Low water এর সময় এবং Hourly Water Level এর পূর্বাভাস দেয় থাকে।

সমুদ্র সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য বর্তমানে UNCLOS-82 প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে জোয়ার-ভাটার উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে ৯টি Acoustic Tide Gauge ব্যবহার করে বাংলাদেশের ৯টি উপকূলীয় স্থান হতে উপাত্ত সংগ্রহ করে GEOMATIX নামক Tidal Analysis & Prediction সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করে UNCLOS-82 বাস্তবায়নের কাজে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

(গ) কার্টোগ্রাফি শাখা ঃ

অত্র শাখা জরিপ দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত হাইড্রোগ্রাফিক চার্টে ট্রপোগ্রাফি, বয়া, বাতি, বিকন লাইট, আগালাইট, পন্টুন, ফেরীঘাট ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিভিন্ন তথ্যাদি সন্নিবেশকপূর্বক পরিচ্ছন্ন হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট তৈরী এবং প্রকাশ করে থাকে। কর্তৃপক্ষ তথা মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনে এবং বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী অফিসের চাহিদা মোতাবেক উক্ত চার্ট সরবরাহ/বিক্রি করে। অত্র শাখা Draft Restrictions Map, Classification of Waterways Map, Horizontal and Vertical Clearance Map, Roughness of Waterways Map, Navigational Chart of Bay of Bengal মাইলেজ টেবিল, বাংলাদেশ টাইড টেবিল অন্যান্য প্রকাশনা সংরক্ষন করে এবং চাহিদা মোতাবেক কর্তৃপক্ষের অন্যান্য বিভাগে সরবরাহ ও বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করে থাকে। তাছাড়া এ শাখা অটোমেটিক চার্টিং সিষ্টেমে ম্যাপ/চার্ট তৈরী ও প্রিন্টিং এর কাজ করে।

(ঘ) যন্ত্রায়ণ শাখা ঃ

হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক ইলেকট্রিকাল/ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি- ইকো-সাউন্ডার, কারেন্ট মিটার, মাইক্রোফিক্স, অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার, প্রেসার গেজ, টোটাল স্টেশন, থিওডোলাইট, লেভেলিং ইন্সট্রুমেন্ট ইত্যাদি জাহাজে বা মাঠ পর্যায়ে স্থাপন, মেরামত ও সংরক্ষন কাজ যন্ত্রায়ন শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন জাহাজ, ওয়ার্কবোট, ড্রেজার এবং কর্তৃপক্ষের প্রধান দপ্তর, বিভিন্ন শাখা দপ্তর ও অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর সমূহের সঙ্গে পারস্পরিক বেতার যোগাযোগের জন্য HF, এসএসবি সেট ও VHF বেতার যন্ত্র স্থাপন, মেরামত, রক্ষনাবেক্ষন ও সংরক্ষন কাজ এ শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি (টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ইন্টারকম এক্সচেঞ্জ, ফটোকপিয়ার, পাবলিক এড্রেস সিষ্টেম ইত্যাদি) সংগ্রহ, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষনে যন্ত্রায়ণ শাখা হতে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

(ঙ) ডিজিপিএস শাখা ঃ

Differential Global Positioning System (DGPS) হল বিশ্বের সর্বাধুনিক ও কৃত্রিম উপগ্রহ ভিত্তিক অতি উচ্চ কারিগরী প্রযুক্তি সম্পন্ন অবস্থান নির্ণয়ক পদ্ধতি। ১টি কন্ট্রোল স্টেশন (ঢাকা), ১টি রিমোট মনিটরিং স্টেশন (নারায়ণগঞ্জ) এবং ৩টি বিকন স্টেশন (ময়মনসিংহ, যশোর ও চট্টগ্রাম) এর সমন্বয়ে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশে (Differential Global Positioning System (DGPS) গঠিত। ৩টি বিকন স্টেশন হতে প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা ভৌগলিক অবস্থান নির্ণয়ক সংকেত ট্রান্সমিট করে যাচ্ছে যা বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষসহ এ দেশের অন্যান্য ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান ডিজিপিএস রিসিভার এর মাধ্যমে গ্রহন করে ত্রি-মাত্রিক ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করতঃ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ, নিরাপদ নৌ-চলাচল এবং এতদসংক্রান্ত উন্নয়ণমূলক কার্যাদি সম্পাদন করে। ডিজিপিএস ব্যবহার করে নির্ভূল জরিপ কাজের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ/উপকূলীয় নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ণ, নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রকাশ, নৌ-পথ সংরক্ষনের জন্য ব্যান্ডেলিং এবং নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি যথাঃ বয়া ও বিকন এর অবস্থান নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

(চ) পরিকল্পনা ও সমন্বয় শাখা ঃ

এ শাখা হাইড্রোগ্রাফি বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ণ/বিনিয়োগ বা কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ছক প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রকল্প সম্পর্কিত মাসিক প্রকল্প সিট, এডিপি, আইএমইডি রিপোর্ট ও পিআইবি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষে বা বাহিরে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।

(ছ) প্রশাসন শাখা ঃ

এ শাখা হাইড্রোগ্রাফি বিভাগের সকল প্রকার প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পাদন ছাড়াও আন্তঃবিভাগীয় পত্র যোগাযোগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে।

বন্দর ও পরিবহন বিভাগ

বন্দর ও পরিবহন বিভাগ বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ন অপারেশনাল বিভাগ। এ বিভাগ ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে চট্রগাম দপ্তর, ১১ টি পুরাতন এবং ১১টি নতুন বন্দরসহ মোট ২২টি নদী বন্দর ও ১টি দপ্তরে সর্বমোট ৫৭৭ জন জনবল দ্বারা যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে। গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ঘোষনাকৃত ১১টি নতুন নদী বন্দর হলো ঃ মাওয়া, চরজানাজাত, আশুগঞ্জ-ভৈরব বাজার, মিরকাদিম (মুন্সিগঞ্জ), নওয়াপাড়া, ভোলা, বরগুনা, টঙ্গী, মেঘনা, ছাতক ও কক্সবাজার (কস্তুরাঘাট) নদী বন্দর। ইতোমধ্যে নওয়াপাড়া, মিরকাদিম, মাওয়া ও চরজানাজাত নদী বন্দর-এ অপারেশনাল কার্যক্রম চালু হয়েছে । নবঘোষিত অন্যান্য বন্দরের যৌথ জরিপ ও ফোরশোরের কাজ চলমান আছে।

এই বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলী হলো বিভিন্ন নৌ-পথে যাতায়াতকারী যাত্রী সাধারনের জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে তার যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা করন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা হতে রাজস্ব আদায় করা। সারাদেশে মোট ৮২৭টি লঞ্চ ঘাট রয়েছে। তন্মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উন্নয়নকৃত লঞ্চ ঘাটের সংখ্যা ৩৬৫টি।

১৯০৮ সালের পোর্ট এ্যাক্ট, ১৯৬৬ সালের পোর্ট রুলস এর সাথে সংগতি রেখে বন্দর ও পরিবহন বিভাগ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে ঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর সমূহের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রন;
(খ) টার্মিনাল/ঘাট/পয়েন্ট/উপকূলীয় টার্মিনাল জেটি, খাল ইত্যাদি নিয়ন্ত্রন ও ইজারা প্রদান;
(গ) বিভিন্ন নদী বন্দরের ফোরশোর ভূমিতে স্থাপনা/জেটি লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন;
(ঘ) বিভিন্ন নদী বন্দর সীমানার/সীমানার বাইরে নদী খনন/বালি উত্তোলনের অনুমতি/অনাপত্তি প্রদান;
(ঙ) নদী বন্দর, ল্যান্ডিং ষ্টেশন, লঞ্চ ঘাট, ফেরী ঘাট, টার্মিনাল ও উপকূলীয় টার্মিনাল উন্নয়ন।

বিগত ১৫-০৫-২০০৮ ইং তারিখ হতে নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যক্রম শুরুর আগে বন্দর ও পরিবহন বিভাগের মাধ্যমে উক্ত বিভাগের সমুদয় কার্যক্রম পরিচালিত হত।

বন্দর ও পরিবহন বিভাগ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে রাজস্ব আয় করে থাকে ঃ

(ক) কর্তৃপক্ষের কর্মচারী দ্বারা সরাসরি শুল্ক আদায়;
(খ) কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত সুবিধাদি ব্যবহারকারী বিভিন্ন পার্টির নিকট বিল দাখিলের মাধ্যমে এবং
(গ) উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারাদার নিয়োগ করে।

বন্দর ও পরিবহন বিভাগ নিম্নবর্ণিত খাতে নিজস্ব কর্মচারীর মাধ্যমে সরাসরি রাজস্ব আয় করে থাকে ঃ

(ক) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, চাঁদপুর, খুলনা ও পটুয়াখালী নদী বন্দরের টার্মিনাল চার্জ (টার্মিনালে প্রবেশ ফি);
(খ) আরিচা নদী বন্দরাধীন পাটুরিয়া ফেরী টার্মিনাল চার্জ;
(গ) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা ও বাঘাবাড়ী নদী বন্দরের রোড চার্জ/পার্কিং চার্জ;
(ঘ) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, চাঁদপুর, খুলনা, পটুয়াখালী ও বাঘাবাড়ী নদী বন্দরে নৌ-যানের বার্দিং চার্জ;
(ঙ) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা, চাঁদপুর ও বাঘাবাড়ী নদী বন্দরে নৌ-যানে পরিবাহিত মালামালের ল্যান্ডিং এন্ড শিপিং চার্জ;
(চ) ঢাকা নদী বন্দরের অধীন গৌরগঞ্জ, কুন্ডের বাজার, কর্ণপাড়া ও কুন্ডা এবং খুলনা নদী বন্দরের অধীন তেঁতুলিয়া ও জলিরপাড় খালের টোল আদায়;
(ছ) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও বরিশাল নদী বন্দরের খোলা জায়গা ভাড়া।

নিম্নবর্ণিত খাতে বন্দর ও পরিবহন বিভাগ কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত সুবিধাদি ব্যবহারকারী বিভিন্ন পার্টির নিকট বিল দালিলের মাধ্যমে রাজস্ব আয় করে থাকে ঃ

(ক) বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নিকট জেটি ও ফোরশোর লাইসেন্স ফি;
(খ) পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা পেট্রোলিয়ামসহ বিভিন্ন তৈল কোম্পানীর নিকট থ্রু-পুট চার্জ;
(গ) গোডাউন ও দোকানের জায়গা ভাড়া।

বন্দর ও পরিবহন বিভাগ নিম্নবর্ণিত খাতে উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারাদার নিয়োগ করে রাজস্ব আয় করে থাকে ঃ

বন্দর ও পরিবহন বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন নদী বন্দরের অধীন বন্দরের অন্তর্গত ও বহির্ভূত লঞ্চ ঘাট, ফেরী ঘাট, জেটি ঘাট, লেবার হ্যান্ডলিং পয়েন্ট, কালেকশন রাইট পয়েন্টসমূহ এবং মংলা-ঘষিয়াখালী ও গাবখান খাল দিয়ে চলাচলকারী নৌ-যানের টোল ইজারাদার নিয়োগের মাধ্যমে আদায় করা হয়ে থাকে।

গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জারীকৃত নদীবন্দর সমূহ ঃ

ক্রঃ নং	নদী বন্দরের নাম	গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং	তারিখ
১.	নারায়নগঞ্জ নদী বন্দর	HTD-462,HTD-463, HTD-464 এস,আর,ও নং-৩০২ আইন-২০০৪ মোতাবেক সীমানা পূর্ণ ঃ নির্ধারণ করা হয়েছে।	০৯-০৯-১৯৬০ইং
২.	ঢাকা নদী বন্দর	HTD-462,HTD-463, HTD-464 এস,আর,ও নং-৩০২ আইন-২০০৪ মোতাবেক সীমানা পূর্ণ ঃ নির্ধারণ করা হয়েছে।	০৯-০৯-১৯৬০ইং
৩.	চাঁদপুর নদী বন্দর	HTD-462,HTD-463, HTD-464	০৯-০৯-১৯৬০ইং
৪.	খুলনা নদী বন্দর	HTD-462,HTD-463, HTD-464	০৯-০৯-১৯৬০ইং
৫.	বরিশাল নদী বন্দর	HTD-462,HTD-463, HTD-464	০৯-০৯-১৯৬০ইং
৬.	টংগী নদী বন্দর	HTD-462,HTD-463, HTD-464 এস,আর,ও নং-৩০২ আইন-২০০৪ মোতাবেক সীমানা পূর্ণ ঃ নির্ধারণ করা হয়েছে।	০৯-০৯-১৯৬০ইং ২০-১০-২০০৪ইং
৭.	পটুয়াখালী নদী বন্দর	এস, আর ও নং-৩৮৮ এল/৭৫	২২-১১-১৯৭৫ইং
৮.	আরিচা নদী বন্দর	এস, আর ও নং-২৪৭ এল/৮৩	০৫-০৭-১৯৮৩ইং
৯.	বাঘাবাড়ী নদী বন্দর	এস, আর ও নং-৩৭৩ এল/৮১/ডবি- উডি/১৫-১৬/৮১-২২১	১৭-১১-১৯৮১ইং
১০.	আশুগঞ্জ-ভৈরব বাজার নদী বন্দর	এস, আর ও নং-২৯২ আইন/২০০৪	১৩-১০-২০০৪ইং
১১.	মাওয়া নদী বন্দর	এস, আর ও নং-১১৬	০৫-০৫-২০০৪ইং
১২.	চরজানাজাত নদী বন্দর	এস, আর ও নং-৩০৪ আইন/২০০৪	২৫-১০-২০০৪ইং
১৩.	ভোলা নদী বন্দর	এস, আর ও নং-১০৭ আইন/২০০৪	২৬-০৪-২০০৪ইং
১৪.	বরগুনা নদী বন্দর	এস, আর ও নং-২৯৩ আইন/২০০৪	১৩-১০-২০০৪ইং
১৫.	নওয়াপাড়া নদী বন্দর	এস, আর ও নং-১১৭ আইন/২০০৪	০৫-০৫-২০০৪ইং
১৬.	দৌলতদিয়া নদী বন্দর	এস, আর ও নং-২৪৭ এল/৮৩	০৫-০৭-১৯৮৩ ইং
১৭.	নগরবাড়ী নদী বন্দর	এস, আর ও নং-২৪৭ এল/৮৩	০৫-০৭-১৯৮৩ ইং
১৮.	মীরকাদিম(মুন্সিগঞ্জ) নদী বন্দর	এস, আর ও নং-১১৫ আইন/২০০৪	০৫-০৫-২০০৪ ইং
১৯.	নরসিংদী নদী বন্দর	এস, আর ও নং-২৭৩ আইন/৮৯	৩০-০৭-১৯৮৯ ইং
২০.	ছাতক নদী বন্দর	এস, আর ও নং-১৯২ আইন/২০০৬	০৩-০৮-২০০৬ ইং
২১.	মেঘনা নদী বন্দর	এস, আর ও নং-১৯৩ আইন/২০০৬	০৩-০৮-২০০৬ ইং
২২.	কক্সবাজার (কস্তুরাঘাট) নদী বন্দর	এস, আর ও নং-৩০ আইন/২০১০	০৬-০২-২০১০ ইং

কর্তৃপক্ষের পন্টুন ও জেটি দ্বারা উন্নয়নকৃত লঞ্চঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশন সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	লঞ্চঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশনের নাম	উপজেলা/থানা	জেলা
১.	বগা লঞ্চঘাট	বাউফল	পটুয়াখালী
২.	একতলা লঞ্চঘাট, বরিশাল	বরিশাল সদর	বরিশাল
৩.	দোতলা লঞ্চঘাট, বরিশাল	বরিশাল সদর	বরিশাল
৪.	সিএসডি ঘাট	বরিশাল সদর	বরিশাল
৫.	ঝালকাঠি লঞ্চঘাট	ঝালকাঠি সদর	ঝালকাঠি
৬.	পটুয়াখালী নদী বন্দর	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
৭.	হুলার হাট লঞ্চঘাট	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
৮.	বরিশাল নৌ-কারখানা ঘাট	বরিশাল সদর	বরিশাল
৯.	ভোলা লঞ্চঘাট	ভোলা সদর	ভোলা
১০.	দৌলত খান লঞ্চঘাট	দৌলতখান	ভোলা
১১.	নিয়ামতি	বাকেরগঞ্জ	বরিশাল
১২.	বেতাগী	বেতাগী	বরগুনা
১৩.	আমুয়া	বামনা	বরগুনা
১৪.	ধুলিয়া	বাউফল	পটুয়াখালী
১৫.	সুবিদখালী	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী
১৬.	কাউখালী	কাউখালী	পিরোজপুর
১৭.	খেপুপাড়া	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
১৮.	চৌধুরীর হাট	উজিরপুর	বরিশাল
১৯.	কৌড়িখাড়া	নেছারাবাদ	পিরোজপুর
২০.	স্বরূপকাঠী	স্বরূপকাঠী	পিরোজপুর
২১.	কাকচিড়া	বরগুনা সদর	বরগুনা
২২.	হুলারহাট	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
২৩.	চরখালী	ভান্ডারিয়া	পিরোজপুর
২৪.	চৌমহনা রাজাপুর	উজিরপুর	বরিশাল
২৫.	নলছিটি	নলছিটি	ঝালকাঠি
২৬.	বদনীখালি	বেতাগী	বরগুনা
২৭.	গলাচিপা	গলাচিপা	পটুয়াখালী
২৮.	বানরীপাড়া	বানরীপাড়া	বরিশাল
২৯.	বাদামতলা	কাউখালি	পিরোজপুর
৩০.	ডিসি ঘাট, বরিশাল	বরিশাল সদর	বরিশাল
৩১.	পাঙ্গাসিয়া	কাউখালি	পিরোজপুর
৩২.	ইন্দুরকানি	ইন্দুরকানি	পিরোজপুর
৩৩.	ইলিশা	ভোলা সদর	ভোলা
৩৪.	উত্তর ধরান্দি	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
৩৫.	অনুরাগ/তেঁতুলবাড়ীয়া	নলছিটি	ঝালকাঠি
৩৬.	ইন্দেরহাট	নেছারাবাদ	পিরোজপুর
৩৭.	বাকেরগঞ্জ	বাকেরগঞ্জ	বরিশাল

ক্রমিক নং	লঞ্চঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশনের নাম	উপজেলা/থানা	জেলা
৩৮.	হারতা	উজির পুর	বরিশাল
৩৯.	আঃ রহমান কলেজ ঘাট	চনছারাবাদ	পিরোজপুর
৪০.	সাতলা	উজিরপুর	বরিশাল
৪১.	আওড়াবুনিয়া	রাজাপুর	ঝালকাঠি
৪২.	কাঠালিয়া	কাঠালিয়া	ঝালকাঠি
৪৩.	খোলপেটুয়া	বামনা	বরগুনা
৪৪.	বামনা	বামনা	বরগুনা
৪৫.	রামনা	বামনা	বরগুনা
৪৬.	উজিরপুর	উজিরপুর	বরিশাল
৪৭.	ধামুরা	উজিরপুর	বরিশাল
৪৮.	শেখেরহাট	ঝালকাঠি সদর	ঝালকাঠি
৪৯.	সাহেবেরহাট	বরিশাল সদর	বরিশাল
৫০.	হাবিবপুর	উজিরপুর	বরিশাল
৫১.	চলাভাঙ্গা	বরগুনা সদর	বরগুনা
৫২.	কলাগাছিয়া	গলাচিপা	পটুয়াখালী
৫৩.	ঘোষেরহাট	চরফ্যাশন	ভোলা
৫৪.	শিকারপুর	উজিরপুর	বরিশাল
৫৫.	বরগুনা	বরগুনা সদর	বরগুনা
৫৬.	ভবানীপুর (ঝালকাঠি)	নলছিটি	ঝালকাঠি
৫৭.	বাদুতলা	রাজাপুর	ঝালকাঠি
৫৮.	চল্লিশ কাউনিয়া	রাজাপুর	ঝালকাঠি
৫৯.	কাউনিয়া	বেতাগী	বরগুনা
৬০.	পাথরঘাটা	পাথরঘাটা	বরগুনা
৬১.	কালোমেঘা	পাথরঘাটা	বরগুনা
৬২.	পটুয়াখালী নিউমার্কেট	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
৬৩.	তালতলী	আমতলী	বরগুনা
৬৪.	মোকামিয়া	বেতাগী	বরগুনা
৬৫.	নলী	বরগুনা	পটুয়াখালী
৬৬.	হলতা বাজার	বাকেরগঞ্জ	বরিশাল
৬৭.	মহিপুর	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
৬৮.	ঢাপরকাঠি	বাকেরগঞ্জ	বরিশাল
৬৯.	সুন্দ্রাকালীপুর	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী
৭০.	মির্জাগঞ্জ বাজার	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী
৭১.	ইয়ারউদ্দিন খলিফার মাজার	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী
৭২.	আয়লা	বরগুনা সদর	বরগুনা
৭৩.	কাকড়াবুনিয়া	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী
৭৪.	আমতলী	বরগুনা সদর	বরগুনা

ক্রমিক নং	লঞ্চঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশনের নাম	উপজেলা/থানা	জেলা
৭৫.	পঁচাকোড়ালিয়া	বরগুনা	বরগুনা
৭৬.	কালিকাবাড়ী	বরগুনা	বরগুনা
৭৭.	শিয়ালগুনি	বাকেরগঞ্জ	বরিশাল
৭৮.	ঝিলনা	বাউফল	পটুয়াখালী
৭৯.	দক্ষিণ কবাই	বাকেরগঞ্জ	বরিশাল
৮০.	আমখোলা	গলাচিপা	পটুয়াখালী
৮১.	বালিয়াতলী	খেপুপাড়া	পটুয়াখালী
৮২.	উত্তর কবাই	বাকেরগঞ্জ	বরিশাল
৮৩.	কালিশুরী	বাউফল	পটুয়াখালী
৮৪.	নুরাইনপুর	বাউফল	পটুয়াখালী
৮৫.	কালাইয়া	বাউফল	পটুয়াখালী
৮৬.	হাজিরহাট	দশমিনা	পটুয়াখালী
৮৭.	বাঁশবাড়ীয়া	দশমিনা	পটুয়াখালী
৮৮.	উলানিয়া	গলাচিপা	পটুয়াখালী
৮৯.	পানপট্রি	গলাচিপা	পটুয়াখালী
৯০.	চরমোন্তাজ	গলাচিপা	পটুয়াখালী
৯১.	রহিমগঞ্জ	বাবুগঞ্জ	বরিশাল
৯২.	ভেদুরিয়া, ভোলা	ভোলা	ভোলা
৯৩.	বরিশাল, স্পেয়ার	উজিরপুর	বরিশাল
৯৪.	চরকাজল	গলাচিপা	পটুয়াখালী
৯৫.	শেরেবাংলা লস্করপুর	বানরীপাড়া	বরিশাল
৯৬.	উত্তর কৌড়িখাড়া	নেছারাবাদ	পিরোজপুর
৯৭.	যুগিরকান্দা	উজিরপুর	বরিশাল
৯৮.	শর্ষীনা	নেছারাবাদ	পিরোজপুর
৯৯.	রাজবাড়ী	নেছারাবাদ	পিরোজপুর
১০০.	বৈঠাকাটা	নাজিরপুর	পিরোজপুর
১০১.	পয়সারহাট	আগৈলঝড়া	বরিশাল
১০২.	রাঙ্গাবালী	গলাচিপা	পটুয়াখালী
১০৩.	বাহেরচর	বাবুগঞ্জ	বরিশাল
১০৪.	কালীবাজার (বানারীপাড়া)	বানারিপাড়া	বরিশাল
১০৫.	বাবুগঞ্জ	বাবুগঞ্জ	বরিশাল
১০৬.	মিরেরহাট লঞ্চঘাট	বানারীপাড়া	বরিশাল
১০৭.	চৌমহনা বাজার	বানারীপাড়া	বরিশাল
১০৮.	বগী	আমতলী	বরগুনা
১০৯.	ভবনীপুর (উজিরপুর)	উজিরপুর	বরিশাল
১১০.	হদুয়া	নলছিটি	ঝালকাঠি
১১১.	পুরাকাটা	বরগুনা সদর	বরগুনা

ক্রমিক নং	লঞ্চঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশনের নাম	উপজেলা/থানা	জেলা
১১২.	ফেরীঘাট, চর কাউয়া	বরিশাল সদর	বরিশাল
১১৩.	রণগোপালদী	দশমিনা	পটুয়াখালী
১১৪.	ফুলঝুড়ি	বরগুনা সদর	বরগুনা
১১৫.	পালবাড়ী লঞ্চঘাট	ঝালকাঠি সদর	ঝালকাঠি
১১৬.	বাউকাঠি লঞ্চঘাট	ঝালকাঠি সদর	ঝালকাঠি
১১৭.	বরিশাল (মেরামতাধীন)	বরিশাল সদর	বরিশাল
১১৮.	পাটুরিয়া	শিবালয়	মানিকগঞ্জ
১১৯.	দৌলতদিয়া লঞ্চঘাট	গোয়ালন্দ	রাজবাড়ী
১২০.	বাঘাবাড়ী বন্দর	শাহজাদপুর	সিরাজগঞ্জ
১২১.	চরজানাজাত ফেরীঘাট	শিবচর	মাদারীপুর
১২২.	দৌলতদিয়া ফেরীঘাট	গোয়ালন্দ	রাজবাড়ী
১২৩.	মাওয়া ফেরীঘাট	শিবালয়	মানিকগঞ্জ
১২৪.	চরজানাজাত লঞ্চঘাট	শিবচর	মাদারীপুর
১২৫.	কাঠালবাড়ী ফেরীঘাট	শিবচর	মাদারীপুর
১২৬.	সিএন্ডবি ঘাট	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
১২৭.	মাওয়া লঞ্চঘাট	লৌহজং	মুন্সিগঞ্জ
১২৮.	আরিচা লঞ্চঘাট	শিবালয়	মানিকগঞ্জ
১২৯.	শিলাইদহ আশ্রম ঘাট, কুষ্টিয়া	কুমারখালী	কুষ্টিয়া
১৩০.	নগরবাড়ী লঞ্চঘাট	বেড়া	পাবনা
১৩১.	কমরপুর সাদীপুর ঘাট, কুষ্টিয়া	কুমারখালী	কুষ্টিয়া
১৩২.	ফিরিঙ্গী বাজার ঘাট	চট্রগ্রাম সদর	চট্রগ্রাম
১৩৩.	রিজার্ভ বাজার লঞ্চঘাট	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি
১৩৪.	তবলছুড়ি	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি
১৩৫.	মাইনী লঞ্চঘাট	লংগদু	রাঙ্গামাটি
১৩৬.	বিলাইছড়ি লঞ্চঘাট	বিলাইছড়ি	রাঙ্গামাটি
১৩৭.	বরকল লঞ্চঘাট	বরকল	রাঙ্গামাটি
১৩৮.	জুরাইছড়ি লঞ্চঘাট	জুরাইছড়ি	রাঙ্গামাটি
১৩৯.	নানিয়ার চর লঞ্চঘাট	নানিয়ারচর	রাঙ্গামাটি
১৪০.	শুভলং লঞ্চঘাট	বরকল	রাঙ্গামাটি
১৪১.	চরজব্বার	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
১৪২.	লংগদু লঞ্চঘাট	লংগদু	রাঙ্গামাটি
১৪৩.	মারিশা লঞ্চঘাট	বাঘাইছড়ি	খাগড়াছড়ি
১৪৪.	কাপ্তাই লঞ্চঘাট	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি
১৪৫.	টার্মিনাল ঘাট, খুলনা	খুলনা	খুলনা
১৪৬.	ভান্ডারিয়া লঞ্চঘাট	ভান্ডারিয়া	পিরোজপুর
১৪৭.	মহেশ্বরপাশা সি এস ডি	দৌলতপুর	খুলনা
১৪৮.	মোড়লগঞ্জ লঞ্চঘাট	মোড়লগঞ্জ	বাগেরহাট

ক্রমিক নং	লঞ্চঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশনের নাম	উপজেলা/থানা	জেলা
১৪৯.	রায়েন্দা লঞ্চঘাট	শরণখোলা	বাগেরহাট
১৫০.	রামপাল লঞ্চঘাট	রামপাল	বাগেরহাট
১৫১.	জেলখানা ঘাট, খুলনা	খুলনা	খুলনা
১৫২.	ফুলহাতা লঞ্চঘাট	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট
১৫৩.	নতুন বাজার লঞ্চঘাট	খুলনা	খুলনা
১৫৪.	টোনা বড়দিয়া লঞ্চঘাট	কালিয়া	নড়াইল
১৫৫.	সন্যাসী লঞ্চঘাট	মোড়লগঞ্জ	বাগেরহাট
১৫৬.	চালনা লঞ্চঘাট	দাকোপ	খুলনা
১৫৭.	মাদারীপুর বাজার	মাদারীপুর	মাদারীপুর
১৫৮.	রকেট ঘাট, খুলনা	খুলনা	খুলনা
১৫৯.	বড়মাছুয়া লঞ্চঘাট	মঠবাড়িয়া	পিরোজপুর
১৬০.	দাকোপ লঞ্চঘাট	দাকোপ	খুলনা
১৬১.	নলিয়ান লঞ্চঘাট	দাকোপ	খুলনা
১৬২.	শান্তা লঞ্চঘাট	পাইকগাছা	খুলনা
১৬৩.	উদয়কাঠী লঞ্চঘাট	পিরোজপুর	পিরোজপুর
১৬৪.	টেকেরহাট লঞ্চঘাট	রাজৈর	মাদারীপুর
১৬৫.	ঘাঘর লঞ্চঘাট	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
১৬৬.	এমজি ক্যানেল	রামপাল	বাগেরহাট
১৬৭.	মদিনাবাদ লঞ্চঘাট	কয়রা	খুলনা
১৬৮.	খুলনা টার্মিনাল	খুলনা	খুলনা
১৬৯.	বানিয়াখালী লঞ্চঘাট	কয়রা	খুলনা
১৭০.	বাগেরহাট লঞ্চঘাট	বাগেরহাট সদর	বাগেরহাট
১৭১.	মল্লিকের বেড়	রামপাল	বাগেরহাট
১৭২.	কুড়িকাউনিয়া	আশাশুনি	সাতক্ষীরা
১৭৩.	কাঠকাটা	কয়রা	খুলনা
১৭৪.	জোড়শিং লঞ্চঘাট	কয়রা	খুলনা
১৭৫.	দৌলতপুর লঞ্চঘাট	খুলনা	খুলনা
১৭৬.	গাবতলা লঞ্চঘাট	শরণখোলা	খুলনা
১৭৭.	সোনাখালী লঞ্চঘাট	মোড়লগঞ্জ	বাগেরহাট
১৭৮.	বহরবুনিয়া লঞ্চঘাট	মোড়লগঞ্জ	বাগেরহাট
১৭৯.	হেরমা লঞ্চঘাট	মোড়লগঞ্জ	বাগেরহাট
১৮০.	গিলাবাড়ী লঞ্চঘাট	কয়রা	খুলনা
১৮১.	নারায়ণপুর লঞ্চঘাট	কয়রা	খুলনা
১৮২.	হোগলাপাতি লঞ্চঘাট	মঠবাড়িয়া	পিরোজপুর
১৮৩.	বটবুনিয়া লঞ্চঘাট	দাকোপ	খুলনা
১৮৪.	চরদোয়ানী লঞ্চঘাট	মঠবাড়ীয়া	পিরোজপুর
১৮৫.	হরিণপালা লঞ্চঘাট	ভান্ডারিয়া	পিরোজপুর

ক্রমিক নং	লঞ্চঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশনের নাম	উপজেলা/থানা	জেলা
১৮৬.	৪ নং কয়রা ঘাট	কয়রা	খুলনা
১৮৭.	শ্রীরামকাঠী লঞ্চঘাট	পিরোজপুর	পিরোজপুর
১৮৮.	মোল্লারহাট লঞ্চঘাট	কালকিনি	মাদারিপুর
১৮৯.	ঘষিয়াখালী লঞ্চঘাট	রামপাল	বাগেরহাট
১৯০.	কালিয়া লঞ্চঘাট	কালিয়া	নড়াইল
১৯১.	খুলনা টার্মিনাল	খুলনা সদর	খুলনা
১৯২.	মহেশ্বরপাশা সিএসডি	দৌলতপুর	খুলনা
১৯৩.	সিরাজগঞ্জ লঞ্চঘাট	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ
১৯৪.	চিলমারি লঞ্চঘাট	চিলমারি	কুড়িগ্রাম
১৯৫.	ভূয়াপুর ঘাট	ভূয়াপুর	টাঙ্গাইল
১৯৬.	বালাসী ঘাট	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা
১৯৭.	চাঁদপুর মাদ্রাসা ঘাট	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
১৯৮.	চাঁদপুর টার্মিনাল	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
১৯৯.	সিএসডি ঘাট, চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
২০০.	মজু চৌধুরী হাট	লক্ষীপুর	লক্ষীপুর
২০১.	ষাটনল	মতলব	চাঁদপুর
২০২.	কালিপুর	মতলব	চাঁদপুর
২০৩.	মতলব	মতলব	চাঁদপুর
২০৪.	৫নং ঘাট, চাঁদপুর	চাঁদপুর	চাদপুর
২০৫.	বেলতলী (মেরামতের জন্য)	মতলব	চাঁদপুর
২০৬.	নন্দলালপুর	মতলব	চাঁদপুর
২০৭.	মাছুয়াখালী	মতলব	চাঁদপুর
২০৮.	টরকী (মতলব)	মতলব উঃ থানা	চাঁদপুর
২০৯.	পট্টি	গোষাইর হাট	শরীয়তপুর
২১০.	মুলাদী বন্দর	মুলাদী	বরিশাল
২১১.	মাছ ঘাট, চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
২১২.	গাজীপুর	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
২১৩.	হরিণা	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
২১৪.	আলুবাজার	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
২১৫.	মোহনপুর	মতলব	চাঁদপুর
২১৬.	২ নং ঘাট, চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
২১৭.	ইচুঁলী ঘাট	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
২১৮.	এখলাছপুর	মতলব উঃ থানা	চাঁদপুর
২১৯.	আমিরাবাদ	মতলব উঃ থানা	চাঁদপুর
২২০.	মিয়ারবাজার	মতলব	চাঁদপুর
২২১.	ওয়াপদা	নড়িয়া	শরিয়তপুর
২২২.	সুগন্ধী লঞ্চঘাট	মতলব	চাঁদপুর
২২৩.	সফরমালী লঞ্চঘাট	চাঁদপুর	চাঁদপুর
২২৪.	কানুদী লঞ্চঘাট	চাঁদপুর	চাঁদপুর
২২৫.	দশানী লঞ্চঘাট	মতলব	চাঁদপুর
২২৬.	দূর্গাপুর লঞ্চঘাট	মতলব	চাঁদপুর
২২৭.	নায়েরগাঁও লঞ্চঘাট	মতলব	চাঁদপুর
২২৮.	শাহপুর লঞ্চঘাট	মতলব	চাঁদপুর

২২৯.	এনায়েতনগর লঞ্চঘাট	মতলব	চাঁদপুর
২৩০.	সুরেশ্বর লঞ্চঘাট	নড়িয়া	শরীয়তপুর
২৩১.	চন্ডিপুর লঞ্চঘাট	নড়িয়া	শরীয়তপুর
২৩২.	নড়িয়া লঞ্চঘাট	নড়িয়া	শরীয়তপুর
২৩৩.	ভোজেশ্বর লঞ্চঘাট	নড়িয়া	শরীয়তপুর
২৩৪.	রাজগঞ্জ লঞ্চঘাট	পালং	শরীয়তপুর
২৩৫.	আংগারীয়া লঞ্চঘাট	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
২৩৬.	ভাষানচর লঞ্চঘাট	মেহেন্দীগঞ্জ	বরিশাল
২৩৭.	টরকী (কালকিনি)	মাদারীপুর	শরীয়তপুর
২৩৮.	খাসেরহাট	মেহেন্দিগঞ্জ	বরিশাল
২৩৯.	রামচর	মুলাদী	বরিশাল
২৪০.	মৌলভীর হাট, চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
২৪১.	হাটুরিয়া	গোষাইরহাট	চাঁদপুর
২৪২.	ভেদরগঞ্জ	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
২৪৩.	ডামুড্যা	ডামুড্যা	শরীয়তপুর
২৪৪.	মুলাদী	মুলাদী	বরিশাল
২৪৫.	মৃধারহাট	মুলাদী	বরিশাল
২৪৬.	শৌলা	মুলাদী	বরিশাল
২৪৭.	হিজলা	হিজলা	বরিশাল
২৪৮.	বাবুগঞ্জ	হিজলা	বরিশাল
২৪৯.	মিতুয়া	মেহেন্দীগঞ্জ	বরিশাল
২৫০.	নয়ারহাঁট	হাইমচর	চাঁদপুর
২৫১.	নন্দীর বাজার	মুলাদী	বরিশাল
২৫২.	বহদ্দারহাট	রামগতি	লক্ষীপুর
২৫৩.	শ্রীরায়েরচর	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
২৫৪.	নবাবের হাট	চাঁদপুর	চাঁদপুর
২৫৫.	সদরঘাট টার্মিনাল	ঢাকা সদর	ঢাকা
২৫৬.	ওয়াইজঘাট (কার্গো)	ঢাকা সদর	ঢাকা
২৫৭.	সিমসন ঘাট	ঢাকা সদর	ঢাকা
২৫৮.	নবাববাড়ী ঘাট (স্পেয়ার)	ঢাকা সদর	ঢাকা
২৫৯.	নারায়ণগঞ্জ টার্মিনাল	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
২৬০.	নারায়ণগঞ্জ ৫ নং ঘাট	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ

ক্রমিক নং	লঞ্চঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশনের নাম	উপজেলা/থানা	জেলা
২৬১.	ভৈরব কার্গোঘাট	ভৈরব	ভৈরব
২৬২.	ভৈরব লঞ্চঘাট	ভৈরব	ভৈরব
২৬৩.	আজমিরীগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
২৬৪.	কাঠপট্টি	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ
২৬৫.	নরসিংদী টার্মিনাল ঘাট	নরসিংদী সদর	নরসিংদী
২৬৬.	সোয়ারীঘাট	সদরঘাট, ঢাকা	ঢাকা
২৬৭.	খোলামোড়া	ঢাকা	ঢাকা
২৬৮.	গাবতলী	ঢাকা	ঢাকা
২৬৯.	বির‍্লিয়া	ঢাকা	ঢাকা
২৭০.	মুন্সিগঞ্জ লঞ্চঘাট	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ
২৭১.	আশুলিয়া	সাভার	ঢাকা
২৭২.	আমিন বাজার	সাভার	ঢাকা
২৭৩.	গাবতলী	সাভার	ঢাকা
২৭৪.	মিরকাদিম	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ
২৭৫.	সিন্নিরটেক	ঢাকা	ঢাকা
২৭৬.	কেরানীগঞ্জ তৈলঘাট	কেরানীগঞ্জ	ঢাকা
২৭৭.	ওয়াইজঘাট	ঢাকা	ঢাকা
২৭৮.	আবদুল্লাপুর	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ
২৭৯.	ডিপিটিসি ঘাট নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ
২৮০.	গজারিয়া	গজারিয়া	মুন্সিগঞ্জ
২৮১.	আশুগঞ্জ	বি-বাড়ীয়া	বি-বাড়িয়া
২৮২.	মিলব্যারাক	ঢাকা	ঢাকা
২৮৩.	বাদামতলী	ঢাকা	ঢাকা
২৮৪.	ফতুল্লা	ফতুল্লা	নারায়ণগঞ্জ
২৮৫.	মারকুলী	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
২৮৬.	ভিআইপি ঘাট, নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
২৮৭.	মেঘনাঘাট	সোনারগাঁও	নারায়ণগঞ্জ
২৮৮.	তালতলা	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ
২৮৯.	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	সুনামগঞ্জ
২৯০.	নবীনগর	নবীনগর	বি-বাড়িয়া
২৯১.	বেতকা	মুন্সিগঞ্জ সদর	মুন্সিগঞ্জ
২৯২.	নারায়ণগঞ্জ ৯ নং ঘাট	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ
২৯৩.	বাঘমারা	সদর	ঢাকা
২৯৪.	নবাবগঞ্জ	নবাবগঞ্জ	ঢাকা
২৯৫.	শ্রীমদ্দি ঘাট	হোমনা	কুমিল্লা
২৯৬.	কোমরগঞ্জ	নবাবগঞ্জ	ঢাকা
২৯৭.	চন্দরপুর	হোমনা	কুমিল্লা
২৯৮.	থানা ঘাট, নরসিংদী	নরসিংদী সদর	নরসিংদী

ক্রমিক নং	লঞ্চঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশনের নাম	উপজেলা/থানা	জেলা
২৯৯.	হোমনা	হোমনা	কুমিল্লা
৩০০.	সৈয়দপুর	শ্রীনগর	মুন্সীগঞ্জ
৩০১.	মানিকনগর	নবীনগর	বি-বাড়িয়া
৩০২.	দৌলতপুর লঞ্চঘাট	হোমনা	কুমিল- া
৩০৩.	উলখুলিয়া লঞ্চঘাট	নবীনগর	বি-বাড়িয়া
৩০৪.	কৃষ্ণনগর	নবীনগর	বি-বাড়িয়া
৩০৫.	ঘাগুটিয়া	হোমনা	কুমিল- া
৩০৬.	রানীগঞ্জ	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
৩০৭.	চাতলপাড়	নাসিরনগর	বি-বাড়িয়া
৩০৮.	মদনগঞ্জ	বন্দর	নারায়ণগঞ্জ
৩০৯.	তালতলা লঞ্চঘাট	সিরাজদিখান	মুন্সিগঞ্জ
৩১০.	বাংগালপাড়া	অষ্টগ্রাম	কিশোরগঞ্জ
৩১১.	বক্তাবলী	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
৩১২.	বান্দুরা	সিরাজদিখান	ঢাকা
৩১৩.	গোকর্ণঘাট	বি-বাড়িয়া সদর	বি-বাড়িয়া
৩১৪.	শেরপুর	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার
৩১৫.	ফেঞ্চুগঞ্জ	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট
৩১৬.	ভৈরব নগর	নবীনগর	বি-বাড়িয়া
৩১৭.	সেখেরনগর	শ্রীনগর	মুন্সীগঞ্জ
৩১৮.	রামচন্দ্রপুর	মুরাদনগর	কুমিল- া
৩১৯.	বাঞ্ছারামপুর	বাঞ্ছারামপুর	বি-বাড়িয়া
৩২০.	শেরপুর	বালাগঞ্জ	সিলেট
৩২১.	সলিমগঞ্জ	বাঞ্ছারামপুর	বি-বাড়িয়া
৩২২.	উজানচর	বাঞ্ছারামপুর	বি-বাড়িয়া
৩২৩.	চিত্রী	নবীনগর	বি-বাড়িয়া
৩২৪.	মাইদাগঞ্জ	কসবা	বি-বাড়িয়া
৩২৫.	বড়িকান্দি	বাঞ্ছারামপুর	বি-বাড়িয়া
৩২৬.	তালতলী বাজার	হোমনা	কুমিল- া
৩২৭.	রামপুর	দাউদকান্দি	কুমিল- া
৩২৮.	শ্যামপুর	শ্যামপুর	ঢাকা
৩২৯.	সাচনা	জামালগঞ্জ	সুনামগঞ্জ
৩৩০.	মাদনা	লাখাই	হবিগঞ্জ
৩৩১.	মরিচাকান্দি	বাঞ্ছারামপুর	বি-বাড়িয়া
৩৩২.	লিপসা	খালিয়াজুড়ি	নেত্রকোনা
৩৩৩.	কদমচাল	আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
৩৩৪.	লালপুর	আশুগঞ্জ	বি-বাড়িয়া
৩৩৫.	রামকৃষ্ণপুর	হোমনা	কুমিল- া

ক্রমিক নং	লঞ্চঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশনের নাম	উপজেলা/থানা	জেলা
৩৩৬.	ডহরী	টঙ্গীবাড়ী	মুন্সিগঞ্জ
৩৩৭.	বিশনন্দী	আড়াই হাজার	নারায়নগঞ্জ
৩৩৮.	সুবচনী	মুন্সিগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ
৩৩৯.	বালিগাঁও	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ
৩৪০.	মির্জাচর	রায়পুর	নরসিংদী
৩৪১.	আদমপুর	অষ্টগ্রাম	কিশোরগঞ্জ
৩৪২.	ইকুরদিয়া	অষ্টগ্রাম	কিশোরগঞ্জ
৩৪৩.	কাকাইলছেও	আজমিরীগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ
৩৪৪.	রশিদগঞ্জ	অষ্টগ্রাম	কিশোরগঞ্জ
৩৪৫.	ইটনা বাজার	ইটনা	কিশোরগঞ্জ
৩৪৬.	মিঠামইন	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ
৩৪৭.	বাইশমৌজা	নবীনগর	বি-বাড়িয়া
৩৪৮.	তেতুয়াকান্দি	বাঞ্ছারামপুর	বি-বাড়িয়া
৩৪৯.	বাউশিয়া	গজারিয়া	মুন্সিগঞ্জ
৩৫০.	পাগলাঘাট	ফতুল- া	নারায়নগঞ্জ
৩৫১.	গোসাইপুর	নবীনগর	বি-বাড়িয়া
৩৫২.	সোয়ারীঘাট	কোতয়ালী	ঢাকা
৩৫৩.	খোলামোড়া	কেরানীগঞ্জ	ঢাকা
৩৫৪.	নবাবেরবাগ	লালবাগ	ঢাকা
৩৫৫.	বসিলা	মোহাম্মদপুর	ঢাকা
৩৫৬.	রায়েরবাজার	মোহাম্মদপুর	ঢাকা
৩৫৭.	গাবতলী	মিরপুর	ঢাকা
৩৫৮.	বিরুলিয়া	সাভার	ঢাকা
৩৫৯.	বাউশিয়া লঞ্চঘাট	হিজলা	বরিশাল
৩৬০.	মৌলভীহাট	হিজলা	বরিশাল
৩৬১.	দুর্গাপুর	হিজলা	বরিশাল
৩৬২.	কালিগঞ্জ	হিজলা	বরিশাল
৩৬৩.	নাজিরপুর	লালমোহন	ভোলা
৩৬৪.	মনপুরা	মনপুরা	ভোলা
৩৬৫.	বয়ারচর চেয়ারম্যান ঘাট	হাতিয়া	নোয়াখালী

নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ

কর্তৃপক্ষের সভা নং-০৪/২০০৮ তারিখ ২৯/০৪/২০০৮ মোতাবেক কর্তৃপক্ষের দপ্তর আদেশ নং-৫৮৪/২০০৮ দ্বারা গত ১৫/০৫/২০০৮ তারিখ থেকে নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৯৭০ সালে টাইম এন্ড ফেয়ার টেবিল এপ্রোভাল রুলস এবং ১৯৭৬ সালের ইনল্যান্ড শিপিং অর্ডিন্যান্স এর সাথে সংগতি রেখে নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ নিম্নলিখিত প্রধান কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেঃ

ক) যাত্রীবাহী লঞ্চ সমূহের সময়সূচী অনুমোদন
খ) নৌযানে পরিবাহিত যাত্রী ভাড়া নির্ধারন
গ) পরিবহন জরিপ
ঘ) যাত্রী ও মালামাল নিরাপদে পরিবহনের জন্য বন্দর সমূহের আবহাওয়া সংকেত প্রদর্শন
ঙ) বিধি ভংগের কারণে যাত্রীবাহী লঞ্চ সমূহের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ
চ) নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ
ছ) বাংলাদেশ ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-বানিজ্য প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।

বৈদেশিক পরিবহন শাখা(প্রটোকল)

বাংলাদেশ-ভারত এর মধ্যে স্বাক্ষরিত বানিজ্য চুক্তির অনুসরনে বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বানিজ্য প্রটোকলটি ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭২ সাল হতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রটোকলটি দ্বি-পক্ষীয় বৈঠক ও নবায়নের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কার্যকর আছে। প্রটোকলের আওতায় বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট নৌ-পথে ভারতীয় জাহাজের ট্রানজিট সরিধা এবং দ্বি-পক্ষীয় বানিজ্যের বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এই প্রটোকলের বিধানসমূহ কার্যকরী করার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষকে নিয়োগ করেছে। কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক প্রটোকলের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ।

বাংলাদেশে প্রায় ২৪,০০০কিঃমিঃ নৌ পথ রয়েছে। তম্মধ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণনৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের নৌ-সওপ বিভাগ বাংলাদেশের উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে প্রায় ৬০০০ কিঃমিঃ নৌ-পথ সংরক্ষণ করে থাকে। তা'ছাড়া বিভিন্ন নৌ-বন্দরে লঞ্চ/ষ্টীমার যোগে যাত্রী ও পরিবহনকৃত মালামাল উঠানামার সুবিধার্থে পন্টুন স্থাপন করে থাকে । কর্তৃপক্ষের এ বিভাগটি একটি সর্ববৃহৎ Operational বিভাগ। এর কার্যক্রম বহুবিদ এবং প্রায় সারা বাংলাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত । নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ঢাকা সদর দপ্তরসহ নিম্নবর্ণিত ৭টি শাখা দপ্তর ও ২টি উপ-শাখা দপ্তর রয়েছে যার একটি প্রস্তাবিত-

শাখা অফিসঃ

১) উত্তর পূর্ব ব-দ্বীপ শাখা, বাঅনৌপক,সদরঘাট,ঢাকা।
২) মধ্য ব-দ্বীপ শাখা,বাঅনৌপক,চাঁদপুর।
৩) পূর্ব ব-দ্বীপ শাখা, বাঅনৌপক , চট্রগ্রাম।
৪) পশ্চিম ব-দ্বীপ শাখা,বাঅনৌপক,খুলনা।
৫) দক্ষিন ব-দ্বীপ শাখা, বাঅনৌপক,বরিশাল।
৬) উত্তর ব-দ্বীপ শাখা, বাঅনৌপক, সিরাজগঞ্জ।
৭) আরিচা শাখা, বাঅনৌপক,আরিচা।

উপ-শাখা অফিস ঃ- ১) উত্তর পূর্ব ব-দ্বীপ শাখা বাঅনৌপক, না'গঞ্জ।
২) মাওয়া উপ-শাখা, বাঅনৌপক, মাওয়া, শ্রীণগর, মুন্সিগঞ্জ (প্রস্ড়াবিত উপ- শাখা)।

প্রতিটি শাখা অফিসের ও মাঠ পর্যায়ের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য শাখা অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত ১ জন উর্দ্ধতন উপ-পরিচালক আছেন এবং তাঁর নিয়ন্ত্রনাধীন বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন।

নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগের উপর কর্তৃপক্ষের তরফ হতে যে সকল দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে তা ধারাবাহিকতাভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ-

১।(ক) নৌ-চলাচলের জন্য নাব্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নৌ-পথ সংরক্ষণ ও নদী খননের কর্মসূচী প্রণয়ন ও নৌ-পরিবহনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পথে, বয়া-বাতি, বিকন বাতি, লোহার মার্কা, পিসি পোল মার্কা, বিভিন্ন ধরনের জিপিসীট /সিআইসীট-এর মার্কা, বাঁশের মার্কা ইত্যাদি সংগ্রহ, স্থাপন ও সংরক্ষণ করা হয়।

(খ) পাইলটেজ সার্ভিস অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী এবং প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন নৌ-পথে নৌ-যান চলাচলে সহায়তার জন্য নৌ-যানে পাইলটেজ সার্ভিস প্রদান করা।

(গ) নৌ-চলাচলের সুবিধার্থে নতুন নৌ-পথ খুঁজে বের করা, জরিপ পরিচালনায় সহায়তা করা, নেভিগেশন, ড্রেজিং ও বান্ডালিং এর পূর্বেও পরে হাইড্রোগ্রাফি সার্ভে কাজ করিয়ে নেয়া।

ঘ) ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তির আওতায় অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ভারতীয় জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে প্রোটোকল রুট রায়মঙ্গল হতে চাঁদপুর হয়ে চিলমারীর দৈখাওয়া ও রায়মঙ্গল হতে চাঁদপুর, ভৈরব হয়ে জকিগঞ্জ পর্যন্ত নৌ-পথ চিহ্নিত করা ও পাইলটেজ সুবিধা প্রদান করা।

ঙ) নদীপথে পরিবহনকৃত যাত্রী ও মালামাল নিরাপদে উঠানামার সুবিধার্থে বিভিন্ন ঘাটে ৪৭৫টি পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে এবং এগুলো সংরক্ষণ করা।

চ) নৌ-যানের মালিক /অপারেটরদেরকে বিভিন্ন নৌ-পথের ড্রাফট সীমা জানিয়ে পাক্ষিক নদী বিজ্ঞপ্তি জারী করা।

ছ) বিআইডব্লিউটিএ এর বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে এবং দুর্যোগপূর্ন আবহাওয়ার সময় সংশিণ্টষ্ট ২৩টি শোর ষ্টেশন ও ৩১টি জাহাজে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ওয়ারলেস/এস এস বি যোগাযোগ সংরক্ষণ কবা;

জ) গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের গভীরতা সংরক্ষণের জন্য ড্রেজিং কর্মসূচী প্রস্ড়াব পেশ করতঃ প্রি-ড্রেজিং সার্ভের পর খননের ব্যবস্থা করা।

ঝ) অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরে ঝড়ের সংকেত দেখানোর নিমিত্তে কর্তৃপক্ষের বন্দরগুলোতে আবহাওয়া সংকেত দেখানোর জন্য আবহাওয়া অফিস থেকে সংকেত সংগ্রহ করা এবং কর্তৃপক্ষের শাখা অফিস তথা বিভিন্ন বন্দরে তা প্রেরন করা।

ঞ) নাব্য নদীপথে কোন নৌ-যান ডুবে গেলে তা উদ্ধারের ব্যবস্থা করা।

ট) নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি যথা বয়া ,বিকন ব্যাটারী ,লোহার মার্কা ,পিসি পোল ,জিপি সিট/সিআইসিট, মার্কা বাঁশ, চাটাই, চুনা, তার ,পাটের রশি, নারিকেলের রশি, গজাল ইত্যাদি নিয়মিত ও সময় সময় সংগ্রহ করা।

ঠ) শুষ্ক মৌসুমে ৬´ ফুট ড্রাফট বিশিষ্ট নৌ-যান চলাচল অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পদ্মা,যমুনা ও সুরমা নদীতে বান্ডালিং এর ব্যবস্থা করা।

ড) ঝড়ে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ডুবন্ত জাহাজ বা অন্য কোন বস্তুর দ্বারা নৌ-পথ বন্ধ হয়ে গেলে তা অপসারন করা এবং নৌ-পথের নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা।

ঢ) প্রকল্পের মাধ্যমে নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা ও পন্টুন মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ করা।

ণ) অত্র বিভাগাধীন ৪০ টি নৌ-যান ও ৪৮৫টি পন্টুনে (ড্রেজার বহর ছাড়া) জ্বালানী তৈল সরবরাহ,কর্তৃপক্ষের ভাসমান স্থাপনাদির কাজ ও কর্মচারীর প্রশাসনিক ও সংস্থাপন কার্য্যক্রম পরিচালনা করা।

ত) পাইলটেজ ও ভাসমান কর্মচারীদের জন্য ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

থ) সরকারী, আধা-সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জাহাজ ও পন্টুন ভাড়া দেয়া;

দ) প্রাপ্যযোগ্য কর্মচারীদের ইউনির্ফম, জুতা ,ছাতা ,রেইন কোট ইত্যাদির সরবরাহের ব্যবস্থা করা;

ধ) কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে দেশী ও বিদেশী “ভি,আই,পিদের নৌ-বিহারের ব্যবস্থা করা;

ন) নৌ-পরিচালন সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত যথা সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ,বাংলাদেশ নেভী,বিআইডব্লিউটিসি এর সহিত বিভিন্ন কমিটিতে ও মেরিন কোর্টে সহায়তা করা;

২। বিভিন্ন নৌ-যানে ও পন্টুনে ব্যবহারিক মালামাল ও ছোটখাট কঞ্জারভেন্সী গিয়ার্স মওজুদ রাখা (ব্যবহারিক মালামাল সরবরাহ ইস্যু করার জন্য না'গঞ্জে অত্র বিভাগের পরিচালনাধীন ১ টি মেরিন ষ্টোর আছে)।

৩। বয়া স্থাপন,স্থানান্তর,প্রতিস্থাপন ও সংরক্ষণ অর্থাৎ কঞ্জারভেন্সী কাজরে জন্য ২টি বয় টে্ডার জাহাজ যথা- দিশারী ও ধ্রুবতারা জাহাজ দ্বারা উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ বয়ার কাজ করা।

৪। উদ্ধার কাজের জন্য ২টি উদ্ধারকারী জাহাজ যথাঃ হামজা ১৯৬৪ইং (জার্মানীর তৈরী) ও রুস্তম ১৯৮৩ইং (বেলজিয়াম তৈরী) রয়েছে। হামজার বেইজ ষ্টেশন বরিশাল ও রুস্তমের বেইজ ষ্টেশন নারায়নগঞ্জ (বর্ষাকালে চাঁদপুর)। প্রতিটির উত্তোলন ক্ষমতা ৬০ টন। এগুলোর সার্বক্ষনিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়।

৫। পরিদর্শন ও পন্টুন স্থাপন, স্থানান্তর ও প্রতিস্থাপনের জন্য প্রতিটি শাখায় পরিদর্শন লঞ্চ/ টাগ জাহাজ ও ওয়ার্ক বোট রয়েছে।

৬। মার্কিং কাজ করার জন্য যন্ত্রচালিত ১০টি ষ্টীল মার্কিং বোট রয়েছে। এগুলো দ্বারা ৮২টি নৌ-পথে মার্কিং করা হয়।

৭। খুলনা-বরিশাল নৌ-পথের গাবখান খালের প্রশস্থতা কম থাকার কারণে ওয়ানওয়ে ট্রাফিক চালানোর জন্য খালের উভয় প্রান্ত ঝালকাঠি ও কাউখালীতে ট্রাফিক কন্ট্রোল ষ্টেশন রয়েছে। উভয় প্রান্তে টেলিফোন অপারেটর আছে তারা টেলিফোন এর মাধ্যমে দিবা/রাত্র যোগাযোগ রক্ষা করে নিরাপদভাবে নৌ-চলাচল অব্যাহত রাখছে। টেলিফোন অচল হলে SSB-Set এর মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

কর্তৃপক্ষ যে সকল নৌ-পথ সংরক্ষণ করে ঃ

(১) না'গঞ্জ (২) না'গঞ্জ-দাউদকান্দি (৩) না'গঞ্জ-কাঁচপুর (৪) কাঁচপুর-ঘোড়াশাল (৫) না'গঞ্জ-ভৈরব (৬) না'গঞ্জ-নরসিংদী (৭) নরসিংদী-নবীনগর (৮) নবীনগর-ভৈরব (৯) না'গঞ্জ-সুবচনী-বালিগাঁও (তালতলা হয়ে) (১০) বিজি মাউথ-সৈয়দপুর (১১) সৈয়দপুর-বান্দুরা (১২) সৈয়দপুর-নয়ারহাট (১৩)সৈয়দপুর-মানিকগঞ্জ (১৪) মানিকগঞ্জ-শাহজানী(বোয়ালকান্দি হয়ে) (১৫) সৈয়দপুর-শ্রীনগর (১৬) ভৈরব-ছাতক (১৭) ভৈরব-আজমিরীগঞ্জ (১৮) আজমিরীগঞ্জ-শেরপুর (১৯) শেরপুর-ফেঞ্চুগঞ্জ (২০) ফেঞ্চুগঞ্জ-জকিগঞ্জ (ভারতীয় সীমান্ড়) (২১) ছাতক (লেংরিন)- টেকেরঘাট (২২) চাঁদপুর-না'গঞ্জ/ ঢাকা (২৩) চাঁদপুর-রামগতি (২৪) চাঁদপুর-বরিশাল (হিজলা হয়ে) (২৫) চাঁদপুর-বরিশাল (চর প্রকাশ-বদরটুনি মুলাদী হয়ে) (২৬) চাঁদপুর-মাওয়া (২৭) চাঁদপুর-ডাকাতিয়া নালা (ইচলি পর্যন্ড়) (২৮) চট্টগ্রাম-রামগতি/ ঘাসিয়ার চর/চর গজারিয়া (২৯) চট্টগ্রাম-কক্সবাজার (কুতুবদিয়া খাড়ি হয়ে) (৩০) চট্টগ্রাম-কুতুবদিয়া (৩১) রাংগামাটি-মারিশা (৩২) রাংগামাটি-ছোট হরিনা (৩৩) রাংগামাটি-মহলছড়ী (৩৪) রাংগামাটি-কাপ্তাই (৩৫) কাপ্তাই-চট্টগ্রাম (কালুরঘাট ব্রীজ) (৩৬) বরিশাল-ঘাসিয়ার চর/গজারিয়া(৩৭) বরিশাল-কাউখালী (৩৮) কাউখালী-নন্দীবাজার (বাবুগঞ্জ-শিকারপুর হয়ে) (৩৯) বরিশাল-বরগুনা-পাথারঘাটা (৪০) বরিশাল-পটুয়াখালী (দপদপিয়া হয়ে) (৪১) বরিশাল-পটুয়াখালী (কারখানা হয়ে) (৪২) পটুয়াখালী -খেপুপাড়া মহিপুর (৪৩) বরিশাল-ভোলা (৪৪) পটুয়াখালী- আমতলী (৪৫) ভোলা-নাজিপুর-লালমোহন (৪৬) বোরহানউদ্দিন-ভোলা (৪৭) খুলনা-বরিশাল (এম জি ক্যানেল হয়ে) (৪৮) খুলনা-বরিশাল (মধুমতি হয়ে) (৪৯) বড়দিয়া- গাজীরহাট-নড়াইল (৫০) মংলা-বাগেরহাট (৫১) কাউখালী-মোলণ্ঢারহাট (মধুমতি হয়ে) (৫২) নন্দীবাজার-মাদারীপুর (৫৩) মাদারীপুর-দুবালদিয়া (পালেরচর মুখ পর্যন্ড়) (৫৪) খুলনা-রায়মংগল (৫৫) টেকের হাট-দুবালদিয়া (৫৬) মানিকদা-টেকেরহাট (৫৭) আরিচা-মাওয়া (লেছরাগঞ্জ-আজীমনগর হয়ে) (৫৮) মাওয়া-সিএন্ড বি ঘাট (৫৯) মাওয়া-চরজানাযাত (৬০) আরিচা/ পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া (ড্রেজিং খাড়ি হয়ে) (৬১) পাটুরিয়া/ আরিচা- নগরবাড়ী (ভায়া গংগা মাউথ) (৬২) পাটুরিয়া/ আরিচা - বাঘাবাড়ি (লালখোলা -পেচাখোলা) (৬৩) পাটুরিয়া/আরিচা- শাহজাদপুর মনাকষা (নতিফপুর হয়ে) (৬৪) পাটুরিয়া/ আরিচা-পাকশী (মৌসুমী নৌ-পথ) (৬৫) মনাকষা- সিরাজগঞ্জ (শাহাদপুর) (৬৬) সিরাজগঞ্জ-তারাকান্দি (৬৭) সিরাজগঞ্জ- ভয়াপুর (৬৮) সিরাজগঞ্জ- কাজীপুর (৬৯) কাজীপুর- বাহাদুরাবাদ (৭০) বাহাদুরাবাদ- বালাশী (৭১) বাহাদুরাবাদ - চিলমারী (৭২) চিলমারী - দৈখাওয়া (ভারতীয় সীমান্ড়)।

বাধ্যতামূলক পাইলটেজ সার্ভিসঃ

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত নৌ-পথগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত নৌ-পথগুলি বাধ্যতামূলক পাইলটেজ সার্ভিসের অন্তর্ভূক্ত ঃ-

(ক) চট্টগ্রাম - ঘাসিয়ার চর।
(খ) চাঁদপুর - ঘাসিয়ার চর।
(গ) বরিশাল - ঘাসিয়ার চর।
(ঘ) মংলা - ঝালকাঠি (ভায়া ঘাষিয়াখালী ক্যানেল)।
(ঙ) চাঁদপুর-বরিশাল।
(চ) খুলনা-মংলা।
(ছ) ঝালকাঠি - বরিশাল।
(জ) চাঁদপুর- নারায়ণগঞ্জ।
(ঝ) ঢাকা-না'গঞ্জ-ভৈরব।

১৫ই এপ্রিল হতে ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত নিম্নলিখিত মৌসুমী নৌ-পথে বাধ্যতামূলক পাইলটেজ সার্ভিসঃ-

১) মাওয়া- আরিচা
২) আরিচা-দৈখাওয়া
৩) ভৈরব বাজার- জকিগঞ্জ

মেরীন ষ্টোর ঃ

বাঅনৌপ কর্তৃপক্ষের জাহাজ বহরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য জাহাজে ব্যবহার উপযোগী মালামাল যেমনঃ- সাবান, সোডা, জুট, কটন ওয়েস্ট, রশি, হাড়ি-পাতিল, বাসন কোশন ইত্যাদি সামগ্রী এবং পন্টুন সমূহ সংরক্ষণের জন্য এফএসওয়্যার, পেইন্ট, চেইন, নোঙর, সিংকার, ষ্টাফদের ব্যবহার উপযোগী মালামাল এবং ভি.আই.পি ভ্রমনে ব্যবহার উপযোগী বিছানা পত্র, তোয়ালে, ক্রোকারিজ ও কাটলারিজ ইত্যাদিসহ অন্যান্য ব্যবহারিক মালামাল যে কোন প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সরবরাহের জন্য নৌ-সওপ বিভাগের নিজস্ব মেরীণ ষ্টোর নারায়ণগঞ্জে মওজুদ রাখা হয় ও চাহিদা মোতাবেক ত্বড়িত সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে।

প্রকৌশল বিভাগের কার্যাবলী

কর্তৃপক্ষের অপারেশনাল বিভাগগুলোর মধ্যে প্রকৌশল বিভাগ অন্যতম। বিভিন্ন নদী বন্দরে বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নয়ন এর মাধ্যমে যাত্রী চলাচল সুবিধাদি নিরাপদ ও নিশ্চিত করা এ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। তাছাড়া যাত্রী সুবিধাদি সময় উপযোগী ও চাহিদা সহিত সংগতি রাখার লক্ষ্যে নতুন অবকাঠামো নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রনয়ন, বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রকৌশল বিভাগের উপর ন্যস্ত।

১.০ দায়িত্বাবলী ঃ-

প্রকৌশল বিভাগ প্রধানত নিম্নে বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে ঃ

(ক) সারাদেশ ব্যাপি কর্তৃপক্ষের দপ্তর ও আবাসিক ভবন এবং নৌ-বন্দর সমূহে যাত্রী সাধারণ তথা মালামাল উঠানামার সুবিধার্থে টার্মিনাল ভবন, ষ্টীল গ্যাংওয়ে, আরসিসি জেটি, ট্রানজিট শেড ইত্যাদি ল্যান্ডিং সুবিধাদি নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ।

(খ) পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীর মত বৃহৎ নদী সমূহের তীরবর্তী স্থানে ফেরীঘাট নির্মাণসহ ফেরী টার্মিনাল, পার্কিং ইয়ার্ড, সংযোগ সড়ক, যাত্রী বিশ্রামগার ইত্যাদি নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ।

(গ) বন্দর, ফেরীঘাট ও লঞ্চঘাট সংলগ্ন এলাকায় সীমিত আকারে নদীর তীর রক্ষার কাজ।

(ঘ) প্রয়োজনের সময় জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থাসহ নতুন প্রকল্প প্রণয়ন এবং জরিপ ইত্যাদি কাজ।

(ঙ) সরকার ঘোষিত নতুন নৌ-বন্দরের সীমানা নির্ধারণ, ভূমি জরীপ ও অধিগ্রহণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, বন্দর সুবিধাদি বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্য সম্পাদন।

উপরোক্ত কার্যাদি সম্পাদন ছাড়াও সমগ্র বাংলাদেশে ১৯টি নৌ-বন্দরের স্থাপনাদিসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্মিত প্রায় ৯০০ (নয়শত) বিভিন্ন প্রকারের স্থাপনাদি যার মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যাদি, মালামাল, জ্বালানী এবং যাত্রী সাধারণ উঠানামা ও চলাচল করে থাকে, ঐ সকল স্থাপনাদির মেরামত ও সংরক্ষণ কার্যাদি সম্পন্ন করতে হয়।

২.০ প্রকৌশল বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা ঃ-

প্রধান প্রকৌশলীর অধীন দেশব্যাপি নৌ-বন্দর এলাকাকে দুই ভাগে যথাক্রমে ঢাকা অঞ্চল এবং বরিশাল অঞ্চল অভিহিত পূর্বক দুইজন উপ-প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী) মাধ্যমে প্রকৌশল বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় প্রকৌশল বিভাগের দায়িত্বাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে ঃ-

৩.০ জনবল ঃ

৪.০০ প্রকৌশল বিভাগের দপ্তর সমূহ ঃ-

বিবরণ	অনুমোদিত	কর্মরত	শূণ্য
কর্মকর্তা	৭৪	৬৪	১০
কর্মচারী	২১২	১৮৩	২৯
মোট	২৮৬	২৪৭	৩৯

৪. প্রকৌশল বিভাগের দপ্তর সমূহ ঃ-

৪.১ প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর ঃ

এই দপ্তরে ১ জন প্রধান প্রকৌশলী ও ২ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ঢাকা জোন ও বরিশাল জোন) এবং তাঁদের কাজে সহযোগীতা করার জন্য ১ জন সহকারী সচিব, ৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণী, ১০ জন তৃতীয় শ্রেণী ও ১০ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ বিদ্যমান। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর কর্তৃক সার্বিক বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম ছাড়াও ৩টি সার্কেল অফিসের মাধ্যম যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন, নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ ইত্যাদি তদারকি কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

৪.২ পরিকল্পনা ও নক্সা সার্কেল ঃ-

দপ্তরটি ঢাকায় অবস্থিত। এই দপ্তরে একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ২ জন নির্বাহী প্রকৌশলী ও ২ জন সহকারী প্রকৌশলী, ২ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ১ জন ইলেট্রিক্যাল ফোরম্যান, ১ জন সিনিয়র ড্রাফটম্যান, ১ জন সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। তাহাছাড়া ব্যবস্থাপনা কর্মচারী ১২ জন এবং ১০ জন কারিগরী কর্মচারী আছে। এ সার্কেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিভিশনের অবকাঠামো নির্মাণ মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের প্রাক্কলন যুক্তিযুক্ত করণ/পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের যেমন টার্মিনাল ভবন, যাত্রী বিশ্রামাগার, ট্রানজিট শেড ইত্যাদির অবকাঠামোগত ডিজাইন ও পান এ সার্কেলের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। উন্নয়নমূলক কাজ সমুহের প্রকল্প/ডিপিপি প্রণয়ন, বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়ের উপর প্রকৌশল বিভাগ সংশ্লিষ্ট মতামত প্রদান এই সার্কেলের অন্যতম কাজ। সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়নও এ সার্কেলের মাধ্যম করা হয়ে থাকে।

৪.৩ ঢাকা সার্কেল ঃ

দপ্তরটি ঢাকায় অবস্থিত। এই দপ্তরে একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ১ জন সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা ও ৫ জন কর্মচারী বিদ্যমান। এর আওতায় নিম্নলিখিত ৪টি ডিভিশন সাব-ডিভিশন অফিসঃ-

(১) ঢাকা
(২) নারায়ণগঞ্জ
(৩) চাঁদপুর
(৪) সিরাজগঞ্জ
(৫) আরিচা (সাব-ডিভিশন)

উত্তরবঙ্গের সাথে ফেরীপথে যোগাযোগের সুবিধার্থে আরিচা/পাটুরিয়া- নগরবাড়ি-দৌলতদিয়া ফেরীঘাট, ঢাকার সাথে দক্ষিনবঙ্গের যোগাযোগের সুবিধার্থে মাওয়া-চরজানাজাত-কাঁঠালবাড়ি ফেরীঘাট, চট্টগ্রামের সাথে সরাসরি শরীয়তপুর-মাদারীপুর-ফরিদপুর হয়ে খুলনা যাতায়াতের জন্য হরিণাঘাট/চাঁদপুর-আলুবাজার/শরীয়তপুর ফেরীঘাটের উন্নয়ন/নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ করা এ সার্কেলের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এ সার্কেলের অধীন উপরে বর্ণিত ৪টি ডিভিশন ও ১টি সাব-ডিভিশনের মাধ্যমে নৌ-পথে যাতায়াতকারী যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে লঞ্চ ল্যান্ডিং ষ্টেশন, উন্নয়ন/নির্মাণ, বিদ্যমান লঞ্চ ল্যান্ডিং ষ্টেশনের জেটি, গ্যাংওয়ে, যাত্রী বিশ্রামাগার, টার্মিনাল ভবন ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠুভাবে করা হয়ে থাকে।

৪.৪ বরিশাল সার্কেল ঃ

দপ্তরটি বরিশাল শহরে অবস্থিত। এই দপ্তরে ১ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ১ জন সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা, ১ জন নক্সাবিদ, ২ জন নিম্নমান সহকারী/মুদ্রাক্ষরিক এবং ২ জন পিয়ন বিদ্যামন। ইহার আওতায় ৪টি ডিভিশন অফিসঃ-

(১) বরিশাল
(২) পটুয়াখালী
(৩) খুলনা
(৪) চট্টগ্রাম।

দক্ষিণাঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকায় জলযান/লঞ্চ একমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম। এ অঞ্চলের অধিকাংশ জনসাধারণ নৌপথে যাতায়াত করে থাকে। নৌপথে যাতায়াত সুগম এবং জলযানে উঠানামা করার সুব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ল্যান্ডিং সুবিধাদি যেমন জেটি, শোর কানেকশন, যাত্রী বিশ্রামাগার ইত্যাদি ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। বিদ্যমান এ সকল স্থাপনা সুষ্ঠু মেরামত ও সংরক্ষণ তদারকি করা এ সার্কেলের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া জনসাধারণ ও মালামালের জলযানে ওঠানামার সুবিধার্থে নতুন ল্যান্ডিং ষ্টেশন স্থাপন/উন্নয়ন কার্যক্রমের তদারকি এ সার্কেলের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। কীর্তনখোলা নদীর তীরে বরিশাল অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর অবস্থিত। এ বন্দরটিকে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ, মেরামত ও সংরক্ষণ এ সকল কাজ এ সার্কেলের মাধ্যমে তত্ত্বাবধানে করা হয়ে থাকে। বর্ণিত কাজ সমূহ বরিশাল সার্কেলের অধীন ৪টি ডিভিশনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের নৌ-যান, নৌ-যন্ত্র ও নৌ- প্রকৌশল সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী সুসমন্বিততভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিশেষকরে নৌযান ও নৌ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে কারিগরী সহায়তা প্রদান, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নতুন সংগৃহীতব্য নৌযান, ড্রেজার ও পন্টুন নির্মাণে গুনগত মান নিশ্চিত করাসহ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কারিগরী জনবলের সমন্বয়ে ১৯৭৩ সালে একটি Service Providing Department হিসেবে যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ গঠন করা হয়। এ বিভাগের সকল কর্মকান্ড নৌ-স্থাপত্য শাখা, মেরিন শাখা এবং ভাসমান ডক শাখা নামক তিনটি শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এছাড়াও যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন নৌ-মেরামত কেন্দ্র, নারায়নগঞ্জ এবং নৌ-মেরামত কারখানা/নৌ-বহর কেন্দ্র, বরিশাল এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের জাহাজ বহর মেরামত, রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচালন এবং চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন সরকারী বে-সরকারী সংস্থায় কারিগরী বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের ৩৬টি জাহাজের মধ্যে ২টি বয়া টেন্ডার জাহাজ দ্বারা বিভিন্ন নৌ-পথে বয়া, বিকন ও মার্কার স্থাপন করা হয়। ১টি উপকূলীয় সার্ভে জাহাজ, ৮টি সার্ভে ও পরিদর্শন জাহাজ ও ১৫টি সার্ভে ওয়ার্ক বোট দ্বারা উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে হাইড্রোগ্রাফী সার্ভে কাজ করা হয়। ৭টি টাগ জাহাজ দ্বারা নৌ-উদ্ধার ইউনিট রুস্তম ও হামজাসহ বিভিন্ন পন্টুন স্থানান্তর কাজে ব্যবহৃত হয়। ২টি নৌ-উদ্ধারকারী জাহাজ দ্বারা ডুবন্ত নৌযানগুলো উদ্ধার করা হয়। ১টি প্রশিক্ষণ জাহাজ দ্বারা ডেক ও ইঞ্জিন সাইডের ক্রুদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উল্লেখিত ৩৬টি জাহাজ ছাড়াও কর্তৃপক্ষের ষ্টীল মার্কিং বোটের মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন করে নৌযানসমূহ সচল রাখা হয়।

২। **দায়িত্ব ও কাজের পরিধি** ঃ

- কর্তৃপক্ষের জাহাজ বহরের জাহাজ সমূহের যাবতীয় মেরামত কাজ সম্পন্ন করে জাহাজসমূহকে নৌ-পথে চলাচলের জন্য সার্বক্ষনিক সচল রাখা (জাহাজের তালিকা সংযোজনী-ক) ;
- প্রয়োজনে সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে মেরিন ও নৌ-স্থাপত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান ;
- প্রয়োজনে লিভারম্যান, গ্রীজারসহ সকল প্রকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডক নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষন ও কর্তৃপক্ষের চাহিদা ও অনুমোদন সাপেক্ষে ভাসমান ডকে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনাধীন নৌযানসমূহের মেরামত কাজ সম্পাদন এবং
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের বিভিন্ন ঘাটসমূহে ল্যান্ডিং ষ্টেশন স্থাপন, নৌ-পথে চলাচলকারী ছোট ছোট কান্ট্রিবোট এর কারিগরী সহায়তা প্রদান, কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রয়োজনীয় নৌ-যান সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হাতে নেয়া এবং বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণ, দরপত্র দলিল প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও পরিদর্শন এর মাধ্যমে তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা।

৩। যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অধীনে বিভিন্ন স্তরের প্রকৌশলীসহ কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন মেকানিকস্, টেকনিশিয়ান, বিভিন্ন জাহাজের ড্রাইভার, গ্রীজার সহ সর্বমোট ৩১৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন। তন্মধ্যে সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ড় মোতাবেক ১২১ জন ভাসমান কর্মচারীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ড্রেজিং বিভাগে ন্যস্ত করা হয়েছে।

৪। **যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের আঞ্চলিক দপ্তর সমূহের সংক্ষিপ্ত কার্যপরিধি ঃ**

নৌ-মেরামত কেন্দ্র, নারায়নগঞ্জ ঃ

কার্যক্রম ঃ

- বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের জলযান সমূহ (জাহাজ) মেরামত ও সংরক্ষণ ;
- জলযান সমূহের বাৎসরিক সার্ভে সনদ নিশ্চিত করণ ;
- ভাসমান কর্মচারী(ইঞ্জিন ক্রু)দের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ;
- স্যালভেজ ইউনিট (রুস্তম এবং অগ্রপথিক) মেরামত ও সংরক্ষণ।

নৌ-মেরামত কারখানা/নৌ-বহর কেন্দ্র, বরিশাল ঃ

কার্যক্রম ঃ

- অত্র বহরের অন্তর্ভূক্ত জলযান সমূহ মেরামত ও সংরক্ষণ ;
- স্যালভেজ ইউনিট (হামযা এবং অগ্রগতি) মেরামত ও সংরক্ষণ।

ড্রেজিং বিভাগ

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের মাধ্যমে প্রকৃতিগতভাবে বিপুল পরিমান পলি পরিবাহিত হওয়ার কারনে অধিকাংশ নদ-নদী ক্রমশঃ ভরাট হয়ে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথসমূহে প্রতি বছর নাব্যতা সমস্যা সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের ড্রেজিং বিভাগ প্রতি বছর কার্যক্ষমতা ও আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অভ্যন্ড়রীণ গুরুত্বপূর্ণ নৌ ও ফেরীরুট এবং নদী বন্দরসমূহে নাব্যতা সংরক্ষণ এবং নৌ-পথভুক্ত অগভীর নদী ও খালসমূহের নাব্যতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ড্রেজিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রাথমিকভাবে ১৯৬৮ইং সালে বিআইডব্লিউটিএ'র প্রকৌশল বিভাগের অধীনে 'ওয়াটারওয়েজ ড্রেজিং সার্কেল' নামে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে জুলাই'১৯৯১ইং সালে পৃথকভাবে 'ড্রেজিং ইউনিট' এবং ডিসেম্বর'২০০২ইং সালে পূর্ণাঙ্গ বিভাগরূপে 'ড্রেজিং বিভাগ' চালু হয়। সদস্য (প্রকৌশল)-এর অধীনে প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং) এ বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োজিত হন। ড্রেজিং বিভাগ-এর দপ্তর বিআইডব্লিউটিএ'র ঢাকার মতিঝিলস্থ প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত এবং এ বিভাগের অধীনে ড্রেজার বেইজ নারায়নগঞ্জে খানপুরে অবস্থিত।

দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ

বাংলাদেশ সরকারের ১১ই মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে সংশোধিত The Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (E.P. Ordinance No. LXXV of 1958) এর ১৫(১) ধারা অনুযায়ী ড্রেজিং সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এর দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

15.(1) (iv) draw up programmes of dredging requirements and priorities for efficient maintenance of existing navigable waterways, and for resuscitation of dead or dying rivers, channels, or canals, including development of new channels and canals for navigation.

উপরোক্ত অর্পিত দায়িত্বের প্রেক্ষিতে বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ড্রেজিং বিভাগ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে ঃ

১। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথসমূহ শ্রেনী বিন্যাস অনুযায়ী নৌযান চলাচলের উপযোগী নাব্য রাখার লক্ষ্যে নৌ-পথ ব্যবহারকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংরক্ষণ ড্রেজিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

২। ড্রেজিং-এর মাধ্যমে নৌ-পথভুক্ত অগভীর নদী ও খালসমূহ উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরন ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

৩। সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে আর্থিক চাহিদা প্রেরণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থাকরন;

৪। ড্রেজিং মাটি সুষ্ঠুভাবে প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে মাটির ডাইক/তরজার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ, পাইপলাইন নির্মানসহ আনুষংগিক খনন সহায়ক যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;

৫। ড্রেজার, টাগ বোট, ক্রেন বোট, হাউজ বোট, ফ্লোটিং ও শোর পাইপ এবং অন্যান্য সহায়ক জলযানসমূহ এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি প্রয়োজনানুযায়ী মেরামত ও সংরক্ষণ;

৬। ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসমূহ পরিচালনার নিমিত্তে জ্বালানী (ডিজেল) ও লুব্রিকেন্টস-এর চাহিদা নির্ধারণ ও সংগ্রহকরন, ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসমূহে বিতরণের ব্যবস্থাকরন এবং উহার যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৭। ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসমূহের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণের নিমিত্ত খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহের ব্যবস্থাকরন;

৮। নতুন ড্রেজার, সহায়ক জলযান ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং পুরাতন ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসমূহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৯। অকেজো জলযানসমূহ দরপত্রের মাধ্যমে মাধ্যমে নিলামে বিক্রির ব্যবস্থাকরন;

১০। গতিশীল ও অনুনমেয় নদীভুক্ত নৌ-পথসমূহে নাব্যতা পরিস্থিতি সম্বন্ধে অগ্রীম ধারনা লাভ করে ড্রেজিং কার্যক্রম ফলপ্রসু ও ড্রেজিং পরিমান সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন;

১১। ড্রেজার পরিচালনা এবং ড্রেজিং কাজ সম্পাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থাকরন।

জনবল ঃ

বিআইডব্লিউটিএ'র প্রকৌশল বিভাগ, যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ, নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ এবং সচিবালয় বিভাগ হতে বিভিন্ন শ্রেনীর প্রকৌশলী/কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদায়ন করে ড্রেজিং বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ বিভাগের জনবলের পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

শ্রেণী ভিত্তিক কর্মকর্তা/কর্মচারী	অনুমোদিত পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২০
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	২৪
৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	৬৮
৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	১৮
মোট	১৩০

এছাড়া ড্রেজার বেইজের অধীনে ড্রেজার ও অন্যান্য সহায়ক জলযানে ৩০০ জন ভাসমান কর্মচারী কর্মরত আছে। উল্লেখ্য যে, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথসমূহের নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং কার্যক্রমকে গতিশীল ও পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজিং বিভাগের জনবল কাঠামো যুগোপযোগী করার একটি প্রস্ড়াব নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ড্রেজিং কর্মপরিকল্পনা ও কার্যপদ্ধতি ঃ

ড্রেজিং বিভাগ কর্তৃক প্রতি বছর সাধারনতঃ সেপ্টেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ড় সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ নৌ ও ফেরীরুট এবং নদী বন্দরসমূহের নাব্যতা রক্ষার্থে সংরক্ষণ খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতি বছর রাজস্ব বাজেটে সংরক্ষণ খনন খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ ও ফেরীরুট এবং সংরক্ষন ড্রেজিং পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সংরক্ষণ খনন কর্মসূচী প্রণয়নের লক্ষ্যে নৌ-পথ ব্যবহারকারী বিভিন্ন সরকারী/বে-সরকারী সংস্থা/সমিতি (যথা; বিআইডব্লিউটিসি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ (নৌ-চলাচল) যাত্রী পরিবহন সংস্থা, বাংলাদেশ লঞ্চ মালিক সমিতি, বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ওয়েল ট্যাঙ্কার ওনার্স এসোসিয়েশন ইত্যাদি) এবং বিআইডব্লিউটিএ'র সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে ড্রেজিং চাহিদা প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে পত্র প্রদান করা হয়। বর্ণিত সংস্থা/বিভাগ/সমিতি হতে প্রাপ্ত ড্রেজিং চাহিদা পর্যালোচনা করে পরিবহন গুরুত্ব, ড্রেজিং ক্ষমতা এবং সরকারী বরাদ্দের আলোকে বিআইডব্লিউটিএ'র সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির মাধ্যমে অগ্রগন্যতা নির্ধারণ করা হয় এবং পূর্ববর্তী বছরগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে নৌ-পথসমূহের সম্ভাব্য ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা করে বার্ষিক সংরক্ষণ খনন কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। তবে জাতীয় গুরুত্ব বিবেচনা করে সংরক্ষণ খননের সিংহভাগই রাজধানী ঢাকা ও বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সাথে দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিহার্য পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া/কাজীরহাট ও মাওয়া-চর জনাজাত ফেরীরুটে সম্পাদন করতে হয়। পাশাপাশি দেশের উত্তরাঞ্চলে তেল ও সার পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী নৌ-রুট এবং দক্ষিণাঞ্চলে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-বরিশাল নৌ-রুটের নাব্যতা রক্ষার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রেজিং করতে হয়। এছাড়া, ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-চট্রগ্রাম, ঢাকা-খুলনা, বরিশাল-ভোলা, ভৈরব-ছাতক, ঢাকা-শরীয়তপুর, ঢাকা-মাদারীপুর ইত্যাদি নৌ-রুটসহ হরিনাঘাট-আলুবাজার ও রাহারহাট-ভেদুরিয়া ফেরীরুট এবং বরিশাল, পটুয়াখালী, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর, মীরকাদিম, বাঘাবাড়ী ইত্যাদি নৌ-বন্দরসমূহে সংরক্ষণ ড্রেজিং কর্মসূচীর আওতায় ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। উন্নয়ন খননের আওতায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে অন্তর্ভুক্ত নৌ-পথসমূহের নাব্যতা উন্নয়নের নিমিত্তে এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সংরক্ষণ ড্রেজিং কর্মসূচী অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ ও ফেরীরুটগুলোকে শুষ্ক মৌসুমের প্রারম্ভে নদীতে পানির স্ড়র হ্রাসকালে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষনে রাখা হয় এবং জরিপ চার্ট পর্যালোচনা করে নাব্যতা সমস্যা কবলিত স্থানগুলো চিহ্নিত করা হয়। তদানুযায়ী পরিকল্পনামাফিক ড্রেজারগুলো বিভিন্ন নৌ-রুটে প্রেরণপূর্বক অনুমোদিত এ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী স্থাপন করে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ গ্রহণ করে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনাকালে ড্রেজিং স্পয়েল ভাসমান ও শোর পাইপলাইনের সাহায্যে সুবিধাজনক স্থানে মাটি বা তরজার বেড়া দ্বারা ডাইক নির্মান করে প্রতিস্থাপন করা হয়। ড্রেজিং শেষে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করে খননোত্তর নাব্যতা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করা হয়। একই পদ্ধতি অবলম্বন করে উন্নয়ন প্রকল্পাধীন ড্রেজিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া ড্রেজার বেইজ হতে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসমূহ পরিচালনার নিমিত্তে জ্বালানী (ডিজেল) ও লুব্রিকেন্টস-এর চাহিদা নির্ধারণ ও সংগ্রহপূর্বক এবং ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসমূহে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসমূহের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ পূর্বক ডকিং ও ইঞ্জিনের ওভারহোলিংসহ প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ এবং ভাসমান পাইপলাইন ও ফ্লোটারসমূহ মেরামতের কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়।

.

<u>ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষন কেন্দ্র</u>

ডেক ও ইঞ্জিনকর্মী প্রশিক্ক্ষণ কেন্দ্রটি অভ্যন্তরীণ নৌ-যান শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের জন্য নারায়নগঞ্জে **১টি** সহ নব নির্মিত মাদারীপুর ও বরিশাল প্রশিক্ষন কেন্দ্র। প্রশিক্ষণার্থীদের এখানে অভ্যন্তরীণ নৌযানে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেন।

কার্যক্রম ঃ

(ক) নৌ-শিক্ষানবীশ কোর্স ঃ মেয়াদ ১ বৎসর। ন্যূনতম এস,এস,সি পাশ। ১০০(এক শত) জন শিক্ষানবীশকে ৫০(পঞ্চাশ) জন ডেক ৫০(পঞ্চাশ) জন ইঞ্জিন কোর্স নৌ বিদ্যায় দক্ষ করা এই কোর্সের উদ্দেশ্য। প্রতিবছ আগষ্ট মাসের পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরবর্তী বছরের জানুয়ারী মাসে ১০০ জন নৌ শিক্ষানবীশকে বিধি মোতাবেক ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে এই কোর্সে ৯৭ জন শিক্ষানবীশ ক্যাডিট প্রশিক্ষণরত আছে। তারা ডিসেম্বর ২০১০ইং এর শেষের সপ্তাহে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করবে।

(খ) **ইন-সার্ভিস কোর্স ঃ** (ডেক ও ইঞ্জিন) এক মাস, দুই মাস ও তিন মাস বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি নৌযান চাকুরীরত নৌযান কর্মীদের বিভিন্ন শ্রেণীর মাষ্টারশীপ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া ও দক্ষতা বৃদ্ধি এই কোর্সের অন্যতম উদ্দেশ। এই কোর্সটি সকল শ্রেণীর নৌযান কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক।

(গ) **সনদ নবায়ন কোর্স ঃ মেয়াদোত্তীর্ণ সনদপত্র পুনঃ** নবায়নের পূর্বে সকল নৌযান মাষ্টারদের জন্য এ কোর্স সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক। নৌযান শ্রমিকদের সাথে সমূদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের জটিতা সৃষ্টি হওয়ায় এই কোর্স আপাতত কোন প্রশিক্ষাণার্থী নেই।

(ঘ) **প্যাসেঞ্জারশীপ এন্ডোর্সমেন্ট কোর্স ঃ** যাত্রীবাহী লঞ্চ ও ষ্টীমারে কর্মরত সকল শ্রেণীর সাষ্টারদের জন্য এ কোর্স সম্পন্ন করে নিজ নিজ সনদপত্রে প্যাসেঞ্জারশীপ এন্ডোর্সম্যেট নেওয়া বধ্যতামূলক। ডিইপিটিসির পাশাপাশি সদরঘাট টার্মিনাল ভবনেও এই কোর্স সম্পন্ন করা হচ্ছে।

(ঙ) **বিল্ট পাইলট ও মাষ্টার পাইলটদের কোর্স ঃ** দেয়াদ তিন মাস। কর্তৃপক্ষের নৌ সংরক্ষণল ও পরিচালন বিভাগে কর্মরত পাইলট, মাষ্টার পাইলটকে পেশাদার দক্ষ পাইলট হিসাবে গড়ে তোলাই এ কোর্সের লক্ষ্য।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে নিয়োগকৃত নৌ সংরক্ষণ ও হাইড্রোগ্রাফিক বিভাগের ককর্মকর্তাগণকেও নৌপথ/নৌযানের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। উপরে বর্ণিত কোর্স ছাড়াও সমূদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক STCW`95 এর আওতায় নিম্নলিখিত কোর্স চালু রয়েছে ঃ

1. Personal Survival Technique (PST).
2. Personal Safty and Social Responsibility (PSSR)
3. Fire prevention and fire Fighting (FPFF)
4. Elementary First Aid (EFA)

BST RADAR and VHF Operation course ঃ এই কোর্স সম্পন্ন করে ইনল্যান্ড প্রথম শ্রেণীর মাষ্টারগণ তাদের সনদ STCW.95 এর আওতায় আপগ্রেড করে বিদেশী জাহাজে চাকুরী করতে পারেন।

Proficiency inSurvival Craft and Rescuo Boat PSC and RB ঃ এই কোর্স সম্পন্ন করে ইনল্যান্ড **১ম** শ্রেণীর মাষ্টারগণ তাদের সনদ STCW`95 এর আওতায় আপগ্রেড করে বিদেশ জাহাজে চাকুরী করতে পারেন।

জনবল ঃ- এনাম কসিটি কর্তৃক অনুমোদিত জনবল ২৮ জন গত ২০০৩ইং সাল হতে ইঞ্জিন কোর্স চালু করার সময় বরিশাল ওয়ার্কসপ থেকে আরও ৬জন কর্মকর্তা ও ৬জন কর্মচারীকে ডিইপিটিসিতে স্থানান্ড়রিত করা হয়। বর্তমানে জনবল অনুমোদিত ৪০ জন। এছাড়া ৩ জন ঊর্দ্ধতন প্রশিক্ষক ও ৩ জন কম্পিউটার অপারেটর প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। নতুন প্রশিক্ষন কেন্দের জনবল বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ এই কেন্দ্রে যে সকল বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে তা আন্তর্জাতিক মানের। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বিদেশী এক্সপার্ট দ্বারা প্রশিক্ষকগণকে দীর্ঘ তিন বছর উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষকদেরকে মেরিন একাডেমী প্রাইভেট মেরিটাইম ইন্সটিটিউট ও সরকারি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়।

ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগের

কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগের চাহিদা মোতাবেক বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের প্রভিশন থাকা সাপেক্ষে যথাযথ চাহিদা নিরূপন, সব ধরনের মালামাল PPR’08 অনুসরন করে এ বিভাগের মাধ্যমে সংগ্রহ ও বিতরন করা হয়ে থাকে।

১। উক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরনের জন্য এ বিভাগের অধীনে ৩টি স্থানে গুদাম এবং দপ্তর রয়েছে।
(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় গুদাম
(খ) নারায়নগঞ্জ খানপুর গুদাম
(গ) বরিশাল গুদাম

২। কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগের সব ধরনের মালামাল যথাঃ- স্টেশনারী, মেশিনারী, তৈল বা জ্বালানী, লুব্রিকেন্ট, ফার্নিচার এবং ফিটিংস ইত্যাদি ক্রয় করা হয়ে থাকে।
৩। ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ স্টোরে রক্ষিত সকল ধরনের মালামাল সংরক্ষণ করে এবং তাদের ক্ষয়ক্ষতি, ডেমেজ, ওভারস্টকিং ইত্যাদি রোধ করে।
৪। সংরক্ষণ বা নতুনভাবে ক্রয়কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রাপ্যযোগ্য কর্মচারীদের জুতা, ছাতা, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং ডেক ও ইঞ্জিনকর্মী প্রশিক্ষণার্থীদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও কারিগরী কর্মচারীদের ওয়ার্কিং ইউনিফরম ইত্যাদি সংগ্রহ ও বিতরন করা হয়ে থাকে।
৫। গুদামে রক্ষিত মালামালের বার্ষিক ইনভেন্টরী সম্পন্ন করন, ইনভেন্টরীর কার্যক্রম সম্পাদনের পর তা টেন্ডারের মাধ্যমে অপসারনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
৬। কর্তৃপক্ষের গুদামে রক্ষিত মালামালসমূহের নিরাপত্তা সঠিকভাবে নিশ্চিত করা হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় গুদাম এবং বরিশাল গুদাম কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত প্রহরী দ্বারা এবং খানপুর গুদাম কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত প্রহরী এবং আনসার দ্বারা সার্বক্ষনিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।
৭। বৎসর ভিত্তিক সাধারন সরবরাহকারী ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠান সমূহের তালিকাভূক্তি নবায়ন করা হয়।

অত্র দপ্তরে জনবলের বিবরণঃ-

ক্রঃ নং	শ্রেণী	অনুমোদিত পদ সংখ্যা
১।	১ম শ্রেণী	৫
২।	২য় শ্রেণী	৮
৩।	৩য় শ্রেণী	২৯
৪।	৪র্থ শ্রেণী	৩৮
	মোট =	৮০

মোট ৮০ জন জনবল নিয়ে ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ। নিম্নে উল্লেখিত শাখা ভিত্তিক দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করে আসছে।

১। প্রশাসন শাখা
২। স্থানীয় ক্রয় শাখা
৩। সংরক্ষণ শাখা
৪। আমদানী শাখা। (বর্তমানে এ শাখার কোন কার্যক্রম নেই।)

অর্থ বিভাগ

অর্থ বিভাগ কর্তৃপক্ষের যাবতীয় অর্থ সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং এতদসংক্রান্ত কার্যাবলীর কেন্দ্র বিন্দু। অর্থ বিভাগ কর্তৃপক্ষের অর্থ সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রয়োগ কৌশল, পরামর্শদান এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীর দায়িত্বে রয়েছে। অর্থ বিভাগের কার্যাবলী/দায়িত্ব সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

(ক) কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক আলোচনা করে রাজস্ব বাজেট প্রনয়ণ ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(খ) কর্তৃপক্ষের আর্থিক সম্পদ পর্যবেক্ষণে রাখা এবং তা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান। বিভিন্ন রাজস্ব আদায় কেন্দ্রসমূহের প্রকৃত রাজস্ব আদায় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকরণ এবং রাজস্ব বৃদ্ধিকল্পে কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রস্তাব উপস্থাপন;

(গ) কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রয়োজনীয় ব্যয়সমূহের প্রতি নজর রাখা যাতে কোন ক্ষেত্রে অধিক ও অনুচিত ব্যয় সংঘটিত না হয়। মিতব্যয়িতা অর্জনের পন্থা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) কর্তৃপক্ষের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে মেয়াদী ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও উপস্থাপন;

(ঙ) আর্থিক সম্মতির জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা ও যাচাই করা;

(চ) কর্তৃপক্ষের উন্নয়ণ প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহের আর্থিক দিকসমূহ পরীক্ষা করা;

(ছ) উন্নয়ণ প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ সরকারের নিকট দাখিলের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা;

(জ) নূতন আয়ের খাত সৃষ্টি এবং নূতন ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ পরীক্ষা ও যাচাইকরা;

(ঝ) আর্থিক বিধিমালা প্রনয়ণ;

(ঞ) কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বিভিন্ন সার্ভিসের টোল, ফিস, চার্জেস এর হার নির্ধারনের প্রস্তাব পরীক্ষা করা;

(ট) কর্তৃপক্ষের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

(ঠ) কর্তৃপক্ষের তহবিল এমনভাবে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যাতে তহবিল থেকে পর্যাপ্ত নগদ অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়;

(ড) স্থানীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাজেট প্রনয়ণের দায়িত্ব পালন এবং অর্থ বছরের ত্রৈ-মাসিক কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়ের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ;

(ঢ) আর্থিক সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত যাবতীয় প্রস্তাবনার বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান;

(ণ) বিভিন্ন মেয়াদে কর্তৃপক্ষের আর্থিক অবস্থাসহ আয়-ব্যয়ের অবস্থা মূল্যায়ণ করা;

(ত) কর্তৃপক্ষের বাজেট, ঋণ, অনুদান তহবিল ছাড় এবং ঋণদায় (ডিএসএল)সহ সকল আর্থিক বিষয়ে সরকার এবং অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে লিয়াজো রক্ষা করা এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক টেন্ডার মূল্যায়ণ;

(থ) অর্থ বিভগের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ দক্ষতার সঙ্গে প্রতিপালন;

(দ) কর্তৃপক্ষের রাজস্ব বৃদ্ধিকল্পে দায়িত্ব পালন এবং রাজস্ব হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতি প্রবর্তন;

(ধ) বিবিধ দেনাদারের নিকট থেকে রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পালন;

(ন) কর্তৃপক্ষের সংস্থাপন সংক্রান্ত বিষয়াদি যেমন বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ, পদ সৃষ্টি এবং কর্তৃপক্ষের প্রবিধানমালা অনুযায়ী অন্যান্য সংস্থাপনীয় দায়িত্ব পালন;

(প) যানবাহন, জলযান তথা আমদানী সংশ্লিষ্ট বীবাসহ কর্তৃপক্ষের বীমা সম্পর্কিত যাবতীয় পালন (সাধারণ ও জীবন বীমা উভয়ই);

(ফ) গণ খাতে ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রশাসনিক গতিশীলতা আনয়ণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে সরকার কর্তৃক জারীকৃত "The Public Procurement Regulation-2008" এবং "The Public Procurement ACT-2006" এর সঠিক বাস্তবায়নে এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যে ভেটিং প্রদান করা;

(ব) মালামাল ক্রয়, আমদানী এবং স্থাপনাদি/সরঞ্জামাদি মেরামত টেন্ডার কমিটিতে প্রতিনিধিত্বকরণ।

(ভ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

হিসাব বিভাগ

হিসাব বিভাগ কর্তৃপক্ষের সকল আয় এবং ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষন করে। যেহেতু কর্তৃপক্ষের সকল বিভাগের যাবতীয় প্রাপ্তি ও পরিশোধের ক্ষেত্রে হিসাব বিভাগ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে, তাই এই বিভাগের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়। কর্তৃপক্ষ যেহেতু একটি অবাণিজ্যিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, তাই প্রাপ্তি ও পরিশোধের ভিত্তিতে প্রতি বছর আয়-ব্যয় হিসাব এবং স্থিতিপত্র প্রণয়ন করা হয়ে থাকে, যা হিসাব বিভাগের একটি মৌলিক কাজ। কর্তৃপক্ষের সকল খরচের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রমত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক পূর্ব নিরীক্ষা কার্য সম্পাদিত হয় এবং পরবর্তীতে বার্ষিক হিসাব সমূহ সরকারী নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষিত হয় এবং পোশাদার চার্টাট একাউন্টিং ফার্ম কর্তৃক চুড়ান্ত হিসাব প্রনীত হয়। হিসাব বিভাগ সারা দেশের শাখা দপ্তরের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের যাবতীয় আয়-ব্যয় হিসাব নিয়ন্ত্রণ করে।

নিরীক্ষা বিভাগ

ভূমিকাঃ-

হিসাব বিভাগের আওতাধীন একটি শাখা হিসেবে নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম সর্বপ্রথম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সাল হতে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ রূপে অত্র সংস্থার অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি ফলপ্রসূ মাধ্যম হিসেবে নিরীক্ষা বিভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

নিরীক্ষা বিভাগের কার্যাবলীঃ-

১। প্রধান কার্যালয় এবং বহিঃ কেন্দ্রের সকল অফিস ও ভান্ডার পরিদর্শন/নিরীক্ষার লক্ষ্যে কার্যকর ও সুসংগঠিত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন।
২। অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর ও ক্যানেল সমূহের শুল্ক আদায় কেন্দ্রসহ সকল বহিঃ হিসাব ও রাজস্ব অফিসের মূল হিসাব বহি সমূহ পরীক্ষা করা।
৩। স্থানীয় সরকারী নিরীক্ষা দপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত সকল অডিট আপত্তির রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৪। সকল হিসাব অফিস পরিদর্শন এবং সকল রাজস্ব আদায় কেন্দ্রের তহবিল ব্যাংকে জমাকরণ বিষয়টি যাচাই ও মিলিকরণ কাজ।
৫। ষ্টোর পরিদর্শন ও ষ্টোর সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাই ও মিলিকরণ করা।
৬। বহিঃ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।
৭। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে ব্যবস্থাপনা তথা সদস্য (অর্থ) মহোদয়কে পরামর্শ প্রদান।
৮। কর্তৃপক্ষের সকল শাখা অফিসের বার্ষিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রতিবেদন অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
৯। কর্তৃপক্ষের হিসাব বিভাগ ও অর্থ বিভাগ এবং বহিঃ নিরীক্ষক ও স্থানীয় সরকারী নিরীক্ষার সাথে কাজের সমন্বয় সাধন।
১০। প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের নীতিমালাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করণ।
১১। হিসাব, অর্থ এবং নিরীক্ষা বিভাগ সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনিয়ম সম্পর্কে সদস্য (অর্থ) মহোদয়কে অবগতকরণ।
১২। যে কোন সময় বিআইডব্লিউটিএ'র যে কোন বিভাগের কাজ পরীক্ষা পূর্বক যাচাই করণ।
১৩। প্রধান কার্যালয়ের নগদ তহবিল বছরে দু'বার পরীক্ষা করা।
১৪। পাবলিক হিসাব কমিটিতে কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা।
১৫। সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

চিকিৎসা বিভাগ

পরিচিতি ঃ

চিকিৎসা বিভাগ বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক ও জরুরী চিকিৎসা কেন্দ্র। কর্তৃপক্ষের অসুস্থ্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের জরুরী চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান, ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী প্রাথমিক ও জীবন রক্ষাকারী ঔষধ (প্রয়োজন মাফিক অক্সিজেন, Suction, infusion (I/V fluid), dressing, Stitching, blood transfusion ইত্যাদি) ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করাই এই বিভাগের প্রধান কাজ।

চিকিৎসা বিভাগের কার্যাবলী ঃ

(ক) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রাথমিক ও জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং সেবার মান উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা।
(খ) চিকিৎসা বিভাগের অধীনস্থ প্রধান কার্যালয় ও মফস্বল শাখা সমূহের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও সংস্থাপনিক কার্যাদি পরিচালনা করা ।
(গ) কর্তৃপক্ষের অসুস্থ্য রোগীদের বিশেষজ্ঞ Consultation, হাসপাতালে ভর্তি, অপারেশন সংক্রান্ত pre & post-operative জটিল রোগীদের prognosis সম্পর্কে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করা ।
(ঘ) চিকিৎসা সংক্রান্ত বাজেট প্রনয়ন ও নিয়ন্ত্রন করা।
(ঙ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এস, আর ও নং-২১-আইন/২০০৮ এর " পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" অনুসরন করে ঔষধ ক্রয়, সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে অসুস্থ্য রোগীদের মধ্যে বিতরন করা।
(চ) নির্ধারিত নীতি মালার আওতায় কর্তৃপক্ষের জটিল রোগে আক্রান্ত দুঃস্থ কর্মকর্তা /কর্মচারীদের চিকিৎসা অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে সকল কার্যাদি পালন এবং এ সম্পর্কিত ব্যয় খাতের বাজেট নিয়ন্ত্রন করা ।
(ছ) চিকিৎসা বিভাগের নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান।
(জ) চিকিৎসা সম্পর্কীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ।

এছাড়া ঢাকার কার্যালয়ে ৪ (চার) শয্যা বিশিষ্টি একটি ডিসপেনসারী- অক্সিজেন, Stiching, infusion (I/v fluid) দেওয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

চিকিৎসা বিভাগ ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ৩ (তিন) টি দপ্তরের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে।

২। **প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তার দপ্তর ঃ**

এই দপ্তরে ১ জন প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, ১ জন মহিলা চিকিৎসা কর্মকর্তা, ১ জন ব্যক্তিগত সহকারী, ১ জন সহকারী, ১ জন মেডিক্যাল এটেনডেন্ট (নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন), ১ জন মহিলা মেডিক্যাল এটেনডেন্ট, ১ জন টাইপিষ্ট/কম্পিউটার অপারেটর, ২জন এমএলএসএস কর্মরত আছেন।

৩। **নারায়নগঞ্জ অফিস ঃ**

এখানে ১ জন চিকিৎসা কর্মকর্তা, ১ জন মেডিক্যাল এটেনডেন্ট ও ১ জনএমএলএসএস কর্মরত আছেন।

৪। **বরিশাল অফিস ঃ**

এখানে ১ জন চিকিৎসা কর্মকর্তা, ১ জন সিনিয়র কম্পাউন্ডার, ১ জন ডিসপেনসারী এটেনডেন্ট ও ১ জন এমএলএসএস কর্মরত আছেন।

এছাড়াও কর্তৃপক্ষের ৭টি শাখা অফিসে (সদরঘাট, চট্টগ্রাম, দোহাজারী, চাঁদপুর, খুলনা, আরিচা ও সিরাজগঞ্জ) ১জন করে খন্ডকালীন চিকিৎসা কর্মকর্তা কর্মরত আছেন।

আই.সি.টি বিভাগের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

(১) বিআইডব্লিউটিএভবনে স্থাপিতসার্ভারকক্ষ, নেটওয়ার্ক ও নেটওয়ার্কিং এক্সেসরিজ, অনলাইনইউপিএসএবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসমূহ সার্বক্ষণিকভাবে পরিচালন ও সংরক্ষণ।

(২) বিআইডব্লিউটিএ ভবনের বিভিন্ন তলায় অবস্থিত বিভাগসমূহে স্থাপিত ১২০টি ইন্টারনেট এক্সেস পয়েন্ট এর Physical Connectivity সার্বক্ষণিকভাবে রক্ষনাবেক্ষণ পরিচালন ও সংরক্ষণ।

(৩) কর্তৃপক্ষের ডাইনামিক ওয়েবসাইট সার্বক্ষণিকভাবে সংরক্ষণ ও পরিচালন।

(৪) কর্তৃপক্ষের জন্য পূর্ণাঙ্গ ওয়েব-বেইজড ও ডাটাবেইজ চালুর বিয়য়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।।

(৫) বিআইডব্লিউটিএ ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় অবস্থিত ভিডিও কনফারেন্সিং এবং **Wi-fi** (Wireless Fidelityie; A Local Internet Connectivity facility without wire) সিস্টেম সার্বক্ষণিকভাবে পরিচালন ও সংরক্ষণ।

(৬) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস টুইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালএর আওতায় বিআইডব্লিউটিএ অংশে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আপলোডসহ পোর্টাল সার্বক্ষণিকভাবে পরিচালন ও সংরক্ষণ।

(৭) সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, দ্রুততা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাসহ কর্তৃপক্ষের ক্রয় কার্যক্রম ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পাদনের লক্ষ্যে ই-জিপি পোর্টালে অন্তর্ভুক্তির (access) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ ই-জিপি কার্যক্রমের সংগে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৮) কর্তৃপক্ষের সব কর্মকর্তার জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৯) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক অত্র সংস্থার জন্য প্রস্তুতকৃত মোবাইলএ্যাপ্স (Mobile Apps)-এ BIWTA'র বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সার্বক্ষণিকভাবে আপলোড করা।

(১০) বিআইডব্লিউটিএ ভবনের বিভিন্ন তলায় অবস্থিত বিভাগসমূহে স্থাপিত ৩২টি সিসিটিভি ক্যামেরা রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও সংরক্ষণ।

(১১) বিআইডব্লিউটিএ'র মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরসমূহে স্থাপিত কম্পিউটারসমূহের মধ্যে Physical Connectivity স্থাপন করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(১২) এছাড়া দাপ্তরিক দৈনন্দিন অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ পরিচালন।